সিরাজ গঞ্জের বাহাছ

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী সু-প্রসিদ্ধ
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ ও ফকিহ্
আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)-

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

জেলা-খুলনা, পোঃ- দেবিশহর, সাং- কামটা নিবাসী—

মোঃ খয়রুল্লাহ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত

তদীয় পৌত্র পীরজাদা—মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক—

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার"

ও

প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫ম মূদ্রণ-১৪১৬

মূদ্রণ মূল্য- ২৫ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

الحمد لله رب العٰلمين و الصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد و آله وصحبه اجمعين

সিরাজগঞ্জের বাহাছ

সন ১৩৩০ সালের ২১শে পৌষ শনিবার সিরজাগঞ্জের টাউনে খাঁ ছাহেবের মাঠে একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় কলেজ মাদ্রাসার হেড মৌলবি জনাব মাওলানা মোহাম্মদ তাহের সাহেব মাওলানা ফাজেল আব্দুল রসিদ সাহেব, মৌলবি কোরবান আলি সাহেব, বি, এল, স্কুলের পার্শিয়ান মৌলবি কাজেমুদ্দিন রহমতি সাহেব, ইসলামিয়া মাদ্রাসার মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব, মৌলবি আব্দুল গনি সাহেব মাওলানা আহমদ আলি সাহেব, মৌলবি মোজাফ্ফর সাহেব ও অন্যান্য কয়েকজন আলেম তথায় উপস্থিত ছিলেন।

আছরের অগ্রে মাওলানা আবদুর রসিদ সাহেব হজরতের জীবনী ও উচ্চ দরজা সম্বন্ধে কোরাণ ও হাদিস উদ্ধৃত করিয়া ওয়াজ বর্ণনা করেন। আছরের পরে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব মৌলুদ, কেয়াম ও ঈছালে ছওয়াবের জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে ওয়াজ বর্ণনা করেন। তাঁহার ওয়াজের মর্ম্ম লিখিত হইল।

হজরত বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আমার এই ইসলামে এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিল, যাহা উহার অন্তর্গত নহে, তাহার রদ অর্থ্যাৎ পরিত্যক্ত হইবে।"

হজরত আরও বলিয়াছেন— "নিশ্চয় উৎকৃষ্ট বাক্য আল্লাহ তায়ালার কেতাব, উৎকৃষ্ট হেদায়েত (হজরত) মহম্মদ (সাঃ) এর হেদাএত, নূতন সৃষ্টি

মতগুলি কার্য্যকলাপের মধ্যে অতি মন্দ, প্রত্যেক বেদায়াত গোমরাহি।''

ফৎহোল-বারি—১৩-১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা—''মোহদাছাত'' শব্দের একবচনে 'মোহদাছা হয়। শরিয়তে যাহার মূল নাই তাহাকে 'মোহদাছা' বলা হয়। শরিয়তের ব্যবহারে উহাকে বেদায়াত বলা হয়। আর যে নূতন বিষয়ে শরিয়ত-অনুমোদিত মূল আছে, উহা বেদয়াত নহে শরিয়তের ব্যবহারে বেদয়াত মন্দ হইয়াই থাকে, কিন্তু অভিধানে প্রত্যেক নূতন নজির বিহীন (অপূর্ব্ব) নূতন প্রকাশিত বিষয়কে বেদায়াত বলা হয়—উহা উত্তম কার্য্যও হইতে পারে এবং মন্দ কার্য্যও হইতে পারে। হজরত আয়শার (রাঃ) হাদিসে নূতন কার্য্য বাতিল হওয়ার যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ঐরূপ কার্য্য যাহার মূল শরিয়তে নাই। হজরত জাবেরের হাদিসেও আসিয়াছে যে, প্রত্যেক বেদায়াত গোমরাহি। এরবাজ বেনে ছারিয়ার হাদিসেও আছে,—'তোমরা নূতন কার্য্য-কলাপ হইতে বিরত থাক—কেননা প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি' এই হাদিসটির মর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত আয়েশার হাদিসের মর্ম্মের অতি নিকটবর্ত্তী। এমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন,—বেদয়াত ভাল ও মন্দ এই দুই প্রকার যাহা ছুন্নতের অনুকুল তাহা ভাল, আর যাহা ছুন্নতের খেলাফ, তাহাই দুষিত—। তিনি আরও বলিয়াছেন, নূতন কার্য্য দুই প্রকার—যে নূতন প্রকাশিত কার্য্য কোরাণ, হাদিশ' ছাহাবাদিগের মত কিংবা এজমার খেলাফ, তাহাই গোমরাহি-মূলক বেদায়াত। আর যে উত্তম কার্য্যটি নূতন প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু উহা উল্লিখিত কোন বিষয়ের খেলাফ নহে উক্ত নূতন কার্য দুষিত নহে—যেমন হাদিছ লিপিবদ্ধ করা' কোরাণ শরিফের তফছির লিপিবদ্ধ করা, কেয়াছ সম্ভুত ফেকহের মসলাগুলি সংগ্রহ করা প্রভৃতি। হজরত ওমর, আবু মুছা ও একদল বিদ্বান হাদিছ সংগ্রহ করার প্রতি এনকার করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বান হাদিছ সংগ্রহ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। (এমাম) শাবির ন্যায় একদল তাবেয়ী কোরাণ শরিফের তফছির সঙ্কলনের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। এমাম আহমদ ও অন্য কতিপয় লোক ফেক্হের মছলা সংগ্রহ করার প্রতি এনকার করিয়াছেন। এইরূপ এমাম আহমদ তাছাওয়ফ সংক্রান্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করার প্রতি অতিরিক্ত এনকার করিয়াছেন। আকায়েদ সংক্রান্ত মসলাগুলি সংগ্রহ ও নূতন কার্য্য, একদল বিদ্বান উহার সমর্থন

করিয়াছেন এবং অন্য দল উহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। এমাম এবনে আবদুছ ছালাম 'কওয়াএদে'র শেষাংশে বলিয়াছেন'—বেদয়াত পাঁচ প্রকার—প্রথম ওয়াজেব বেদয়াত, যথা—'নহো' বিদ্যা শিক্ষা করা যদ্দারা আল্লাহ ও রছুলের কালাম বুঝা যায়, কেননা শরিয়ত রক্ষা করা—ওয়াজেব, কিন্তু বিদ্যা বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত উহা সম্ভব হইতে পারে না, কাজেই উহা ওয়াজেবের সোপান (অছিলা) হইবে। এইরূপ দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখা করা, ফেক্‌হের নিয়ম কানুনগুলি সংগ্রহ করা এবং ছহিহ ও জইফ হাদিছগুলির মধ্যে প্রভেদ করার এলম (অছুলে- হাদিছ) ওয়াজেব (বেদয়াত) কদরিয়া, মরজিয়া ও মোসাব্বেহা প্রভৃতি হাদিছের বিরুদ্ধবাদী দল যে দলীলাদি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা হারাম বেদয়াত। যে কোন সৎকার্য্যে হজরত নবি (সাঃ) এর জামানায় অনুষ্ঠীত হইয়াছিল না, উহা মোস্তাহাব বেদয়াত—যথা তারাবিহ নামাজ বৃহৎ জামায়াত সহ পড়া, মাদ্রাসা গৃহগুলি প্রস্তুত করা, পান্থশালা(মোসাফেরখানা)প্রস্তুত করা, নির্দোষ তাছাওয়াফের মত প্রকাশ করা এবং কেবল আল্লাহতায়ালার সন্তোষলাভ উদ্দেশ্যে তর্ক-সভার আয়োজন করা। চতুর্থ মোবাহ বেদয়াত, যথা ফজর ও আছরের নামাজের পরে মোছাফাহা করা (ইহা শাফেয়ী মজহাব অনুযায়ী) পানাহার পোষাক ও বাসস্থানে অধিক ব্যয় করা। পঞ্চম মকরুহ বেদয়াত—কিম্বা এরূপ বেদয়াত যাহা না করাই উত্তম।"

সহিহ মোছলেমের প্রথম খণ্ডের টীকা, ২৮৫ পৃষ্ঠা—"এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, প্রত্যেক্ বেদয়াত গোমরাহী —ইহার মর্ম্ম অধিকাংশ বেদয়াত গোমরাহি, ইহাকে "আম মখছুছ মেনহোল বা'শ বলা হইয়া থাকে। আভিধানিক বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার— প্রথম ওয়াজেব বেদয়াত, দ্বিতীয় মোস্তাহাব বেদয়াত, তৃতীয় হারাম বেদয়াত, চতুর্থ মকরূহ বেদয়াত এবং পঞ্চম মোবাহ বেদয়াত। আকায়েদ তত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে কাফের ও বেদয়াতিদলের প্রতিবাদে দলীল সংগ্রহ করা ওয়াজেব বেদয়াত। এলেম সংক্রান্ত কেতাবগুলি রচনা করা, মাদ্রাসা গৃহ ও পান্থশালা ইত্যাদি প্রস্তুত করা মোস্তাহাব বেদয়াত। বিবিধ প্রকার খাদ্য সামগ্রী উপভোগ করা মোবাহ বেদয়াত। হারাম ও মকরূহ বেদয়াত প্রকাশ আছে। উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল যে, উক্ত হাদিছটি বা

তত্তুল্য আরও হাদিছগুলি সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইলেও কতকগুলি নূতন কার্য্য গোমরাহিমূলক হইবে। হজরত ওমর (রঃ) তারাবিহ নামাজকে উৎকৃষ্ট বেদয়াত বলিয়াছেন, ইহাতে আমার মতের সত্যতা সপ্রমাণ হয়। হাদিছে 'কোল' শব্দ থাকিলে ও স্থল-বিশেষ উহার অর্থ 'কতকগুলি ' হইতে পারে।

মেরকাত, ১-১৭৭ পৃষ্ঠা—' কাজি (এয়াজ) বলিয়াছেন, যদি ইসলামে এইরূপ নূতন মত বা কার্য্য প্রকাশিত হয় যে, কোরাণ হাদিছে উহার স্পষ্ট কিম্বা অস্পষ্ট দলীল না থাকে বা উভয়ের শব্দ হইতে কিংবা মর্ম্ম হইতে উহার দলীল আবিস্কৃত না হয়, তবে উহা বাতীল হইবে।'

আরও ১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা—আজহারে আছে, প্রত্যেক মন্দ (ছাইয়েরা) বেদয়াত গোমরাহি মূলক, কেননা (হজরত) নবি (সাঃ) বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি ইসলামে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলন করে, তাহার পক্ষে উক্ত নিয়মের এবং উহার অনুষ্ঠানকারীদিগের (সমস্ত) নেকি লাভ হইবে। (হজরত) আবুবকর ও ওমর (রাঃ) কোরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (হজরত) জায়েদ এক জেলেদে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। (হজরত) ওছমানের জামানায় দ্বিতীয় বার উহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

বেদয়াতের এইরূপ অর্থ আয়নির ১১-৪৬১ পৃষ্ঠায় ও শামির ১-৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

মূল কথা, বেদয়াত দুই প্রকার বেদয়াতে হাছানা, ইহা দুষিত নহে, আর এক প্রকার বেদয়াতে ছাইয়েরা, ইহা দুষিত বেদয়াত।

বেদয়াতে হাছানার কয়েকটি উদাহরণ

১। মৌখিক নিয়ত করা— ইহা বেদয়াতে হাছানা।

শামি, ১৮০ পৃষ্ঠা-মৌখিক নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা মোস্তাহাব কিম্বা ছুন্নত অথবা মকরুহ, ইহাতে কয়েকটি মত আছে। হেদায়া কেতাবে উহার মোস্তাহাব হওয়ার মত মনোনীত করা হইয়াছে। ফৎহোল কাদীরে আছে যে, নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা হজরত নবি (আঃ) ও ছাহাবাগণ হইতে উল্লিখিত হয় নাই, কোনটা সহিহ বা জইফ হাদিছে ইহার প্রমাণ নাই।

এবনে আমিরে-হাজ্জ বলিয়াছেন, চারি এমাম হইতে উহা উল্লিখিত হয় না।

দোর্রল মোখতারে আছে, নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা প্রাচীন বিদ্বানগণের তরিকাও মনোনীত মত, ইহার প্রমাণ হজরত নবি (ছাঃ) সাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণ হইতে উল্লিখিত হয় নাই—বরং কেহ কেহ ইহা বেদয়াত বলিয়াছেন।

তাহতাবিতে আছে,—মৌখিক নিয়ত উচ্চারণ করা বিশ্বাস যোগ্য মতে বেদয়াতে হাছানা, উহা দুষিত বেদয়াত নহে'।

মোল্লা আলি কারী মোখতাছার বেকায়ার টীকায় লিখিয়াছেন—উহা বেদয়াত হাছানা, বিদ্বানগণ উহা 'মোছতাহাছান বলিয়াছেন।'

২। আজানের পরে 'নামাজ নামাজ' বা এইরূপ কোন শব্দ বলিয়া মুছুল্লিগণকে ডাকাকে 'তছবির বলা হয়। ইহা ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ীগণের জামানায় ছিল না, তৎপরে বিদ্বাগণ ইহা প্রচলন করিয়াছেন।

শামি, ১।২৮৬ পৃষ্ঠা— তছবিব শেষ জামানার আলেমগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

আলমগিরির, ১।১৫৬ পৃষ্ঠা হেদায়া ও শরহে-বেকায়া কেতাবে আছে যে, শেষ জামানার আলেমগণ ইহা মোছতাহাছান বলিয়াছেন।

৩। শামি, ১-৫৯৯ পৃষ্ঠা— খোৎবায় হজরতের চারি খলিফা ও তাঁহার দুই চাচার নাম উল্লেখ করা মোস্তাহাব, কিন্তু ছুলতানের জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব নহে। কাহাস্তানি ইহা জায়েজ বলিয়াছেন। বাহরোর-রায়েকে আছে, উহা মোস্তাহাব নহে। আতা উহা বেদয়াত বলিয়াছেন।

আলমগিরি, ১-১৫৬ এবং মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্মৌবি, ৩-৬৩ পৃষ্ঠা—চারি ছাহাবা ও হজরতের দুই চাচার নাম উল্লেখ করা মোছতাহাছান ও শেষ জামানার বিদ্বানগণের মনোনীত মত।

জামেয়োর রমুজ— ছাহাবাগণের নাম উল্লেখ করা মোস্তাহাব, তৎপরে জামানার ছুলতানের জন্য দোয়া করিবে।

৪। শামি ১-১৮৭ পৃষ্ঠা— হিজরি ৭৮১ সনের রবিয়োছ ছানি মাসের সোমবারের রাত্রে এশার ওয়াক্তে, তৎপরে জোমার দিবসে আজানের পরে ছালাম পড়ার প্রথা প্রচলিত হয়। ইহা দশ বৎসর পরে মগরেব ব্যতীত প্রত্যেক

ওয়াক্তে উহার প্রচলন হয়, তৎপরে মগরেবে দুইবার করিয়া উহা প্রচলিত হয়। ইহা বেদয়াতে হাছানা।

তাহতাবিতে আছে, (এমাম) ছাখাবি 'কওলোল বদি কেতাবে লিখিয়াছেন,—উহা ছুলতান ছালাহোদ্দিন ছাহেবের জামানায় এবং তাঁহার হুকুম প্রচলিত হইয়াছে।

৫। আলমগিরি, ৫,৩৪৮ পৃষ্ঠা ও হেদায়া, ৪,৪১৭ পৃষ্ঠা—কোরাণ শরিফের রুকুর চিহ্ন, নোকতা, জের, জবর, পেশ, অকফের চিহ্ন ও ছুরাগুলির নাম হজরত ওছমানের সংগৃহীত কোরাণ শরিফে ছিল না। উহা অনেক জামানা পরে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বেদয়াতে হাছানা হইবে।

৬। আল্লাহ জমহুদী অফায়োল-অফা কেতাবে লিখিয়াছেন, মসজিদের মেহরাব হজরত নবি (সাঃ) ও ছাহাবাগণের জামানায় ছিল না। খলিফা ওমার এবনে আবদুল আজিজ প্রথমেই মেহরাব প্রস্তুত করার হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন—মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি, ১-১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭। শামি, ১।২৮৭ পৃষ্ঠা—এমাম ছিউতি বলিয়াছেন, দুই জন এক সঙ্গে আজান দেওয়ার প্রথা প্রথমে বনু-ওমাইয়া খলিফাগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়াছে। ইহা বেদয়াতে হাছানা।

৮। ছেরাতোল মোস্তাকিম, ৭পৃষ্ঠা—প্রত্যেক জামানা ও শতাব্দীর জেক্‌র, ফেকর ও শোগলের নিয়ম পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক তরিকতের সূক্ষ-তত্ববিদ বোজর্গগণ নূতন ধরণের জেকর ও ফেকরের নিওমাদি বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সূত্রে সময়ের উপযোগীতা ও জরুরতের জন্য জেকর মোরাকাবা নূতন নূতন নিয়মাদি বর্ণনা করা উদ্দেশ্যে এই কেতাবের একটি অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট করা হইল। তৎপরে তিনি এই কেতাবের ৯৪-১২০ পৃষ্ঠা অবধি এক জরবি, দুই জরবি, তিন জরবি, চার জরবি জেকরের নিয়ম, মোরাকাবার নিয়ম, নফিএছবাত, কাশফোলকবুর, ছলতানুল-আজকার ইত্যাদি নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ হাজি মাওলানা শাহ এমাদউল্লাহ ছাহেব জিয়াওল-কুলুব কেতাবে তিন তরিকার নিয়মাবলী লিখিয়াছেন। শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবি কওলোল জমিল

কেতাবে এইরূপ জেকর মোরাকাবার নিয়মগুলি লিখিয়াছেন। এই নিয়মগুলি ছাহাবা, তাবেয়ী ও তাবা-তাবায়িগণের জামানায় ছিল না। এই নিয়মগুলি বেদয়াতে হাছানা।

৯। মোহাদ্দেছগণ হাদিছসমূহকে ছহিহ হাছান, জইফ, মরফু মওকুফ, মকতু, মোদরাজ, মোনকার, মোরছাল, মোয়ানয়ান, ইত্যাদি বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। হাদিছ ছহিহ নির্ব্বাচন করিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, এমাম বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দে ছগণের মধ্যে একে যে হাদিছটি ছহিহ বলিয়াছেন, অন্যে তাহা জইফ বলিয়াছেন। তাঁহাদের এইরূপ মতগুলি ছাহাবা তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ীগণের জামানায় ছিল না। ইহা বেদয়াতে হাছানা।

এইরূপ বেদয়াতে হাছানা কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ ছহিহ মোছলেমের প্রসিদ্ধ হাদিছ—যে ব্যক্তি ইসলামে একটি উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলন করে, সে ব্যক্তি তাঁহার নিজের নেকি এবং যাহারা উক্ত নিয়ম পালন করে, তাহাদের নেকির পরিমাণ নেকি লাভ করিবে, কিন্তু উহাদেরও নেকির পরিমাণ কম হইবে না। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কেয়ামত অবধি কেহ কোন শরিয়তের পৃষ্ঠপোষক নিয়ম সৃষ্টি করিলে উহা বেদয়াতে হাছানা হইবে। এইরূপ কার্য্যে কোন গোনাহ হইবে না বরং নেকি হইবে।

মৌলুদ পাঠ প্রসঙ্গ

এক্ষনে মৌলুদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক। এদেশে মিলাদ উপলক্ষে হজরতের জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার ছিনা চাক, বাল্য জীবনের ঘটনাবলী, মো'জেজা, মেরাজ ও আখেরাতে উম্মতের শাফায়াত ইত্যাদির কথা বলা হইয়া থাকে। যদি কোরাণ এবং ছহিহ বা গ্রহণযোগ্য হাদিছ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা হয়, তবে এই মিলাদ পাঠ অবিকল কোরাণ ও হাদিছ পাঠের তুল্য হইবে, ইহাকে কোন আলেম বেদয়াত বলিতে পারে না। কারণ যদি ইহা বেদয়াত হয়, তবে কোরান হাদিছ পাঠ ও বেদয়াত হইয়া যাইবে।

কোরাণ শরিফের ছুরা আল-এমরানের ৯ রুকুতে আছে—"যে সময় আল্লাহতায়ালা নবিগণের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, অবশ্য আমি তোমাদিগকে যে কেতাব ও হেকমত প্রদান করি, তৎপরে তোমাদের

সঙ্গে যাহা আছে, তাহার সত্যতা প্রমাণকারী একজন রছুল (হজরত মোহাম্মদ) তোমাদের নিকট আগমন করেন, অবশ্য অবশ্য তোমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং অবশ্য অবশ্য তোমরা তাঁহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তোমরা একরার করিলে কি এবং ইহার উপর আমার কঠিন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে কি? তাঁহারা (পয়গম্বরগণ) বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিরলাম। আল্লাহ বলিলেন, অনন্তর তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।

কোরাণ—ছুরা তওবা, শেষ রুকু ঃ—'অবশ্য অবশ্য তোমাদের নিকট তোমাদের শ্রেণীর মধ্য হইতে একজন রছুল আসিয়াছেন, তোমাদের কষ্টভোগ তাঁহাদের উপর কঠিন বলিয়া বোধ হয়, (তিনি) তোমাদের (কল্যাণের) প্রত্যাশী ঈমানদারদিগের উপর অনুগ্রহকারী দয়ালু।

ছুরা মায়েদা—'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে একটি নূর (জ্যোতিঃ) এবং প্রকাশ্য দলীল আসিয়াছে।

ছুরা আম্বিয়া—'এবং আমি তোমাকে জগদ্ববাসীদিগের জন্য রহমত করিয়া প্রেরণ করিয়াছি।'

ছুরা জোমা'—'তিনি (খোদা) নিরক্ষর দলের মধ্যে তাহাদের শ্রেণী হইতে একজন রছুল প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার আয়ত তাহাদের নিকট পাঠ করেন, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।

ছুরা আল ইমরান—'সত্য সত্যই আল্লাহ ঈমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, যে সময় তাহাদের মধ্যে একজন রছুল প্রেরণ করিয়াছেন।'

ছুরা ফৎহ—'নিশ্চয় আমি, (হে মোহাম্মদ) তোমাকে অবস্থা পরিদর্শনকারী, সুভসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়-প্রদর্শনকারী রছুল করিয়া পাঠাইয়াছি এই হেতু যে, আল্লাহ ও রছুলের উপর ঈমান আনিবে, উক্ত রছুলের তা'জিম ও সম্মান করিবে এবং প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে সেই আল্লাহতায়ালার তছবিহ পাঠ করিবে।'

ছুরা বাকারা—'হে আমাদের প্রতিপালক! উক্ত আরবদিগের মধ্যে

একজন রছুল পয়দা কর-যিনি তাহাদের উপর তোমার আয়ত সমূহ পাঠ করেন, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।

উপরোক্ত আয়তে হজরত এবরাহিম (আঃ) হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) -এর পয়দা হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন।

ছুরা আ'রাফ— 'যাহারা উক্ত উম্মী রছুলের তাবেদারী করেন যাহার উল্লেখ তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পাইয়া থাকেন।

ছুরা ছফা—'এবং যে সময় ঈছা বেনে মরইয়াম বলিয়ছেন, হে ইস্রায়েল সন্তানগণ! নিশ্চয় আমি তোমাদের দিকে আল্লাহ তায়ালার রছুল (প্রেরিত), যে তওরাত আমার সম্মুখে আছে, আমি তাহার সত্যতা সপ্রমাণকারী এবং একজন রছুলের সুসংবাদ প্রদানকারী—যিনি আমার পরে আগমন করিবেন তাঁহার নাম আহমদ।

মেশকাত, ৫১৩ পৃষ্ঠা—হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহতায়ালার নিকট নবিগণের শেষ বলিয়া লিখিত হইয়াছিলাম—যে সময় আদম কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় ছিলেন। আমি তোমাদিগকে আমার প্রথম অবস্থার সংবাদ দিতেছি, আমি ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া, ঈছা, (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বানী ও আমার মাতার স্বপ্ন—যাহা যে সময় তিনি আমাকে প্রস্বব করিয়াছেন সেই সময় তিনি দেখিয়াছিলেন। নিশ্চয় তাঁহার পক্ষে একটি নূর প্রকাশ হইয়াছিল যদ্দারা তাঁহার পক্ষে শাম দেশের অট্টালিকাসমূহ প্রকাশ হইয়াছিল।'

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সমূহে হজরতের মিলাদের কথা সপ্রমাণ হইল। মূল কথা এই যে, কোরাণ ও হাদিছে উল্লিখিত কথাগুলি মিলাদ কালে পাঠ করা হইলে কোন আলেম ইহার উপর এনকার করিতে পারেন না। অবশ্য জাল হাদিস ও মওজু রেওয়াএত পাঠ করা নাজায়েজ। এইরূপ জাল রেওয়াএত বাদ দিয়া ছহিহ ছহিহ হাদিস পাঠ করা আবশ্যক।

মিলাদের মজলিসে দরুদ পাঠ করা জায়েজ। হাদিছ শরিফে আছে— যে কোন দল মজলিসে বসিয়া আল্লাহতায়ালার জেকর না করে এবং তাহাদের নবির উপর দরুদ না পড়ে, তাহাদের পক্ষে পরিতাপ হইবে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা

করেন, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাহাদিগকে মাফ করিবেন।

উপরোক্ত হাদিছে ওয়াজে ও মিলাদের মজলিশে দরুদ শরিফ পড়া এবং আল্লাহতায়ালার না উচ্চারণ করা জরুরি বুঝা যায়।

দরুদ শরিফ চূপে চূপে পড়া জায়েজ অল্প অল্প আওয়াজে পড়া ও জায়জ। জগতে পীরগণের তরিকার মধ্যে চারিটি তরিকা অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে নকশবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় চুপে চুপে জেকর করার নিয়ম প্রচলিত আছে এবং কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকায় অল্প অল্প আওয়াজে জেকর করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

কওলোল জমিলের ৪৫ পৃষ্ঠায় আছে—দলবদ্ধ অবস্থায় ফজর ও মগরেবে জলি জেকর করাতে বহু ফল আছে। আরও উক্ত কেতাবে আছে, অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে জেকর করা হাদিছে নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অল্প অল্প আওয়াজে জলি জেকর করা জায়েজ আছে।

উচ্চ শব্দে জেকর ও দোয়া করা কি? ইহাতে বাজ্জাজির মত ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। প্রথমে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে যে, উচ্চ শব্দে জেকর করা হারাম, কেননা (হজরত) এবনে মছউদ হইতে ছহিহ (সপ্রমাণ) হইয়াছে যে, তিনি একদল লোককে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ তাহারা মছজিদে কলেমা ও দরুদ পড়িতেছিল। আরও তিনি বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে বেদয়াতি ধারণা করি। তৎপরে বাজ্জাজি বলিয়াছেন, ছহিহ হাদিছে আছে, (হজরত) নবি (আঃ) উচ্চ শব্দে তকবির পাঠকারীগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা নিজেদের প্রাণের উপর নরমি কর কেননা তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছে না। বরং নিশ্চয় তোমরা শ্রোতা, স্রষ্টা ও নিকটবর্ত্তী খোদাকে ডাকিতেছ, বিশেষ সম্ভব যে উচ্চ শব্দ করায় কোন উপকার ছিল না, কেননা তাঁহারা যুদ্ধে ছিলেন, সেখানে উচ্চ শব্দ কোন বিপদ আনায়ন করিতে পারে, আর যুদ্ধে চক্রান্ত নামে অবিহিত হইয়া থাকে। এইজন্য হজরত জেহাদে ঘণ্টা বাজাইতে নিষেধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে উচ্চ শব্দে জেকর করা জায়েজ—যেরূপ আজান, খোৎবা, জোমা ও হজ্জে

উচ্চ শব্দ করা জায়েজ। এই মছলাটি ফাতাওয়ায় খয়রিয়াতে লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, ফাতাওয়ায় কাজিখানে যে উচ্চ শব্দে জেকর করা হারাম বলা হইয়াছে উহা ক্ষতিকারক উচ্চ শব্দ করা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। আরও তিনি বলিয়াছেন, কতকগুলি হাদিছে উচ্চ শব্দে জেকর করা বুঝা যায়, আর কতকগুলি হাদিছে চুপে চুপে জেকর করা বুঝা যায়। এই বিরোধ ভঞ্জন এইভাবে হইবে যে, মনুষ্যদের অবস্থা বা প্রকার ভেদে এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন হাদিছ কথিত হইয়াছে। যেখানে মুছল্লিগণের বা নিদ্রিত লোকদিগের কষ্ট পাওয়ার বা রিয়াকারির আশঙ্কা করা যায়, সেইস্থানে চুপে চুপে জেকর করা উত্তম। আর যে স্থানে উক্ত আশঙ্কা না থাকে, তথায় উচ্চ শব্দে জেকর করা উত্তম, কেননা ইহাতে অধিক আমল করা হয়, শ্রোতাদিগের লাভ হইয়া থাকে, জেকরকারীর হৃদয় জাগরিত করে, বিবিধ চিন্তা দুর করিয়া মোরাকাবায় মনোনিবেশ করাইয়া দেয় এবং স্ফুর্ত্তি বৃদ্ধি করে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবের সংক্ষিপ্ত সার।

এমাম গাজ্জালী একাকি জেকর ও দলবদ্ধভাবে জেকর করাকে একা আজান দেওয়া ও দলবদ্ধভাবে আজান দেওয়ার সহিত তুলনা দিয়াছেন। যেরূপ একজন মোয়াজ্জেনের আওয়াজ অপেক্ষা একদল মোয়াজ্জেনের আওয়াজ বহুদূর পৌছিয়া থাকে, সেইরূপ এক ব্যক্তির জেকর অপেক্ষা একদল লোকের জেকর লোকের অন্তরে গাঢ় পরদা দূর করিতে সমধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। মোখতার ও মোলতাকাতে উচ্চ শব্দে জেকর করা মকরূহ বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু দোর্‌রোল-মোখতারে উক্ত মতের জইফ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

উপোরক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হইতেছে যে, উচ্চ শব্দে দরুদ পড়িলে যদি কোন দোষ নিদ্রিত বা নামাজির কষ্ট না হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না। এইরূপ মধ্যম ধরণের আওয়াজে মজলিশে দরুদ পড়িলেও কোন দোষ হইতে পারে না।

হাদিছ শরিফে আছে—'যে ব্যক্তি মিষ্টস্বরে কোরাণ না পড়ে সে ব্যক্তি আমার নিয়মের বহির্ভূত হইল।

উপরোক্ত হাদিছে মিষ্টস্বরে কোরাণ (বা দরুদ) পড়া সাব্যস্ত হইল।

আরও মেশকাত শরিফে আছে—'তোমরা আশেক (প্রেমিক) ও য়িহুদী

খৃষ্টানদের স্বরে কোরাণ পড়িও না।

ইহাতে রাগ রাগিণীসহ কোরাণ বা দরুদ পাঠ নিষিদ্ধ হইল।

মৌলুদে কেয়াম

এই কেয়াম করার নজির হাদিছ শরিফে আছে। মেশকাত ৪১০ পৃষ্ঠা— 'হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন জনাব রছুলে খোদা (ছাঃ) ছাহাবা হাচ্ছানের জন্য একখানা মিম্বর রাখিতেন, তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া হজরতের পক্ষ হইতে সুযশ প্রকাশ অথবা প্রতিবাদ করিতেন। হজরত বলিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ হাচ্ছানকে জিবরাইল ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিবেন— যতদিন তিনি রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর পক্ষ হইতে সুযশ ও প্রতিবাদ করিতে থাকেন। এমাম বোখারি এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে হজরতের সুখ্যাতিসূচক শ্লোক পাঠ কালে দাঁড়ান মোস্তাহাব আমরা মিলাদ পাঠ কালে হজরতের সুখ্যাতিসূচক কবিতা পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইয়া থাকি, ইহাতে হজরতের হাদিছের তাবেদারি করা হইতেছে। হাদিছ শরিফে যে কার্য্যের নজির আছে, উহা বেদয়াতে ছাইয়েরা হইতে পারে না—বরং মোস্তাহাব বা বেদয়াতে হাছানা হইবে।

মেশকাতের ১৩১ পৃষ্ঠায় আছে— যখন হজরত কোন আনন্দের সংবাদ শুনিতেন তখন তিনি ছেজদায় যাইতেন'

এই হাদিছে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ছেজদা করা মোস্তাহাব। আর ছেজদার পরে দাড়ান হাদিছের ইশারাতে বুঝা যায়। বিশেষতঃ হজরতের পয়দাএশের সংবাদ অপেক্ষা মুসলমানের নিকট অধিকতর সুখের সংবাদ আর কি হইতে পারে? উক্ত সংবাদ শুনিয়া যদি কেহ ছেজদা করে বা দাঁড়াই কিম্বা প্রথমে ছেজদা করে, তৎপরে দাঁড়াই, তবে ইহা দুষিত কার্য্য হইতে পারে না—বরং মোস্তাহাব হইবে।

অবশ্য আমরা এরূপ ধারণা করি না যে, হজরত প্রত্যেক মিলাদ উপলক্ষে মজলিশে হাজির হইয়া থাকেন, এরূপ ধারণা কারও বাতীল। কিন্তু হজরতের কোন কোন মিলাদের মজলিশে আগমণ করা সম্ভব। বোজর্গানে দ্বীন হইতে কোন কোন মজলিসে তাঁহার আগমণ করা উল্লিখিত হইয়াছে।

বাহজাতোল-আছরার ও আশেয়াতোল-লামায়াতে আছে যে, হজরত পীরানেপীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কাঃ) এক দিবস ওয়াজ করিতেছিলেন—এমতাবস্থায় তিনি ওয়াজ বন্ধ করিয়া মেম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তিনি ওয়াজ করিতে লাগিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই মজলিসে হজরত নবি (ছাঃ) পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন কোন মজলিসে হজরতের উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কোন বিষয়ের তাজিমের জন্য দাঁড়াইলে উহার হাজের নাজের হওয়ার ধারণা করা জরুরি নহে—যেরূপ জমজমের পানি পান করার সময় দাঁড়ান সাব্যস্ত হইয়াছে। এস্থলে উহা পান করা কালে দাঁড়াইলে উহাকে কি হাজের নাজের জানা হইবে। এইরূপ হজরতের পয়দাএশের তাজিমের নিয়তে দাঁড়াইলে হজরতকে হাজের জানা আবশ্যক হইবে না।

ঈছালে—ছাওয়াবের মজলিস

ভারত-রত্ন মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণবি ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২-২৯৬, ২৯৭ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন ও উত্তর রূপে যে ফৎওয়াটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এস্থলে উহার অবিকল অনুবাদ করিতেছি।

প্রশ্ন

যদি সময়ের উপযোগীতার ধারণায় বৃহস্পতিবার কিম্বা শুক্রবারের রাত্রে একটি মজলিস স্থির করা হয়, তথায় প্রত্যেক সপ্তাহে লোক সমবেত হন, কোরান, হাদিছ, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ের ওয়াজ বর্ণনা করা হয়। তথায় পার্থিব বিষয় বা ধর্ম্মতত্ত্বের কোন কলহ না হয়, কেবল আল্লাহ রছুলের কথা বর্ণনা করা হয়—এই জন্য একটি দিন কেবল এই উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট করা হয়, যে সমস্ত লোক বিনা সংবাদে নির্দ্দিষ্ট দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজেরা উক্ত ওয়াজের মজলিসে যোগদান করিতে পারেন যেরূপ দিল্লীতে মৌলবি হাফিজুল্লাহ খাঁ ছাহেবের ওয়াজ সোমবারের প্রভাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কিংবা মৌলবি আবদুর রব ছাহেবের ওয়াজ শুক্রবারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইয়া থাকে। আগ্রহান্বিত ব্যক্তিরা বিনা সংবাদ প্রদানে

নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত সভায় যোগদান করিয়া থাকেন, এরূপ করা গোনাহ হইবে কিনা? আরও উক্ত ওয়াজের মজলিসে সমবেত জনমণ্ডলীকে গ্রীষ্মকালে শরবত, পানি বরফ এবং শীতকালে চা ও কফি পান করান হয় ইহাতে নিরক্ষর দলের কোন রীতি-নীতির অনুসরণ করার ধারণা করা হয় না। ইহাতে কোন দোষ নাই তো?

এইরূপ রমজান মোবারকের কোন রাত্রে কোরাণ শরিফ খতম করার সময়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে দেশাচার ঘঠিত কোন রীতি-নীতির ধারণা না করিয়া খাদ্য খাওয়ান ও মিষ্টান্ন বণ্টন করা কিম্বা সেই সময় বা এফতারের সময় শরবত পান করান জায়েজ কি না?

উত্তর

এই সমস্ত কার্য্য জায়েজ হইবে। ইহার প্রমাণ সহিহ বোখারির এই হাদিছ যথা—'হজরত আবুছইদ খুদরি (রাঃ) বলিয়াছেন, একটি স্ত্রীলোক হজরত রছুলে খোদা (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পুরুষেরা আপনার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন স্থির করিয়া দিন। আমরা উক্ত দিবসে আপনার নিকট উপস্থিত হইব এবং খোদা তায়ালার যাহা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আপনি তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তোমরা অমুক দিবসে অমুক অমুক স্থানে সমবেত হইবে। তৎপরে হজরত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া খোদাতায়ালা যাহা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন, আরও ছহিহ বোখারীতে হজরত আকরামা কর্ত্তৃক বর্ণীত হইয়াছে—"হজরত এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, তুমি লোককে প্রত্যেক শুক্রবারে একবার হাদিছ বর্ণনা কর, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দুইবার, আর যদি (তদধিক) করিতে চাহ তবে তিনবার।"

আরও ছহিহ বোখারিতে আছে—'আবুওয়াএল বলিয়াছেন, হজরত আবদুল্লাহ বেনে মছউদ (রাঃ) লোকদিগকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ওয়াজ শুনাইতেন। ইহাতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—হে আবু আবদুর রহমান, আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি প্রত্যেক দিবস আমাদিগকে ওয়াজ শ্রবণ করান। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ক্ষুন্ন করিতে নারাজ, এই হেতু প্রত্যেক

দিবস ইহা করি না এবং আমি তোমাদের প্রীতিজনকে সময় বুঝিয়া তোমাদিগকে ওয়াজ শুনাইয়া থাকি—যেরূপ হজরত নবি (ছাঃ) আমাদের ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে আমাদের প্রীতিজনকে সময়ে আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইতেন।

উপরোক্ত হাদিছ সমূহের দ্বারা ওয়াজের মজলিসের জন্য স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করা প্রমাণিত হইতেছে। যখন লোক রমজানের খতমের মজলিশ বা অন্য সময়ে ওয়াজের মজলিসে একস্থানে সমবেত হন, তখন সমাগত লোকদিগকে, কোন রীতি-নীতির অনুসরণ না করিয়া শরিয়ত-সম্মত প্রথার অনুষ্ঠানে কোন বস্তু ভক্ষণ করান, পান করান কিম্বা বণ্টন করা জায়েজ আছে।

ইহার প্রমাণ ছহিহ বোখারির এই হাদিছে আছে—'যে সময় হজরত রছুলুল্লাহ মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একটি উষ্ট্র কিম্বা গো-জবহ করিয়াছিলেন।

আরও উক্ত কেতাবে আছে—'ওৎবান বলিয়াছেন, হজরত রছুলে খোদা (ছাঃ) ও হজরত আবুবকর (রাঃ) প্রভাতে সূর্য্য উদয় হইলে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত নবি (ছাঃ) অনুমতি চাহিলেন, ইহাতে আমি তাঁহাকে অনুমতি দিলাম। তৎপরে তিনি না বসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তোমার গৃহে আমি কোন স্থানে নামাজ পড়িব— তোমার বাসনা প্রকাশ কর। তখন আমি গৃহের এক পার্শ্বে ইশারা করিলাম। হজরত নবি (ছাঃ) দণ্ডায়মান হইয়া তকবির পড়িলেন— আমরা সারি বাঁধিলাম তিনি দুই রাকয়াত নামাজ পড়িয়া ছালাম ফিরাইলেন তৎপরে আমরা যে খজিরা নামক খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহা ভক্ষণ করাইবার জন্য তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের গৃহে রাখিলাম।

আরও উক্ত কেতাবে আছে—'হজরত নবি করিমের সহধর্মিণী বিবি আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় তাঁহার কোন গৃহবাসী মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেন, তখন স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইত। অনন্তর যখন তাঁহার গৃহবাসীগণ ও আত্মীয়গণ ব্যতীত স্ত্রীলোকেরা চলিয়া যাইত, তখন তাঁহার আদেশনুসারে একটি প্রস্তরের দেগে তলবিনা রন্ধন করা হইত। তৎপরে ছরিদ প্রস্তুত করিয়া উহার উপর তলবিনা ঢালিয়া দেওয়া হইত। অতপরঃ তিনি বলিতেন, তোমরা

উহা ভক্ষণ কর। তলবিনা ও ছরিদ দুই প্রকার খাদ্য সামগ্রী।

ভারত গৌরব মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) ফাতাওয়ায়ে আজিজির ১—১০৪-১০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বৎসরে আমার বাটীতে দুইটি সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রথমটি হজরতের ওফাত শরিফের মজলিস এবং দ্বিতীয়টি হজরত হাছান ও হোছাএন (রাঃ) এমামদ্বয়ের শাহাদাত মজলিস। দ্বিতীয়টির অবস্থা এই যে, আশুরার দিবস কিম্বা উহার দুই এক দিবস অগ্রে প্রায় পাঁচশত—বরং সহস্র লোক সমবেত হইয়া দরুদ শরিফ পাঠ করেন। আমি উক্ত সভায় উপবেশন করি। উক্ত এমামদ্বয়ের হাদিছ অনুমোদিত গুণাবলী তথায় বর্ণনা করা হয়। উক্ত মহাত্মগণের শাহাদাতের সংবাদ এবং তাঁহাদের হত্যাকারীদের অন্যায় আচরণ ও অন্যান্য অবস্থা বিস্তারিত রূপে যাহা হাদিছে উল্লিখিত আছে তাহাও উল্লেখ করা হয়। এই উপলক্ষে উক্ত এমামদ্বয়ের উপর যে যে বিপদ হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ বিশ্বাযোগ্য হাদিছ অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়। ইহার মধ্যে হজরত উম্মেছালামা (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাগণ জ্বেন-পরী হইতে যে সকল দুঃখ-সূচক শ্লোক শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তও বর্ণনা করা হয়। হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবাগণ যে সকল ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং যাহাতে জনাব রেছালাত মায়াব (ছাঃ) এর পাক রুহের নিত্যন্ত দুঃখিত হওয়া বুঝা যায়, তাহা উল্লেখ করা হয়। তৎপরে কোরাণ মজিদ খতম করিয়া ছওয়াব রেছানী করা হয়। ইতিমধ্যে যদি কোন মিষ্ট স্বরবিশিষ্ট লোক ছালাম পাঠ করে, তবে সমবেত জনমণ্ডলীর এবং আমার বিগলিত হইয়া যায় চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করে। এই কার্য্যগুলিই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রকারে উল্লিখিত বিষয়গুলি যদি আমার মতে নাজায়েজ হইত, তবে আমি কখনও উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম না।

জুমা নামাজের মছলা

রামপুরের মাওলানাগণের একটি ফৎওয়ার অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইতেছে। যাহারা বলেন যে, কোন গ্রামে জুমা জায়েজ হইবে না তাঁহাদের কথা নিত্যান্ত ভ্রামাত্মক, বরং যে গ্রামে জুমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসীদিগের সংখ্যা এত পরিমাণ হয় যে তথাকার বড় মছজিদে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান না

হয়, তবে উক্ত গ্রামটিকে শহর বলা যাইবে। মজহাবের মনোনীত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে এইরূপ গ্রাম সমূহে নিঃসন্দেহে জুমা জায়েজ হইবে।

শরেহ বেকায়া ও দোর্রোল মোখতারে লিখিত আছে—জোমা ছহিহ হওয়ার জন্য একটি শর্ত্ত। যে স্থানের বড় মছজিদে তথাকার জোমার হুকুম প্রাপ্ত অধিবাসীগণের স্থান সঙ্কুলান হয় না, উক্ত স্থানকে শহর বলা হয়। এই মতের উপর অধিক সংখ্যক ফকিহ ফৎওয়া দিয়াছেন। শামি কেতাবে আছে, আবুশোজা, বলিয়াছেন, শহর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত। বেকায়া, মোখতারের মতন ও উহার টিকাতে এই মত সমর্থিত হইয়াছে। দোরারের মতনে এই মতটি অন্য মতের অগ্রে উল্লেক করিয়াছেন। ছদরোশ-শরিয়াহ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অলওয়ালজিয়াতে আছে, ইহাই ছহিহ মত। শহরের ইহাই মনোনীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত।

জোমা ত্যাগকারীদের পক্ষ বহু আজাব ও শাস্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি হাদিছ লিখিতেছি।

১। (হজরত) এবনো ওমার ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা (হজরত) রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামকে তাঁহার মিম্বরের কাঠের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, লোকেরা যেন অবশ্য অবশ্য জোমা ত্যাগ করা হইতে ক্ষান্ত হন, নচেৎ আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই তাহাদের অন্তর সমূহে মোহর করিয়া দিবেন, তৎপরে নিশ্চয়ই তাহারা গাফেল (অমনোযোগী) দলের মধ্য গণ্য হইয়া যাইবে। (এমাম) মোছলেম এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন।

২। আবুজোয়াদোল-জোমাবি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শৈথিল্যবশতঃ তিন জুমা ত্যাগ করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহার অন্তরে মোহর করিয়া দিবেন। আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ি, এবনোমাজা দারমি ও মালেক এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন, মোল্লা আলিকারী 'মেশকাতের টিকা 'মেরকাতে' লিখিয়াছেন, অধিকাংশ ছুন্নত অল জামায়াতের আকায়েদতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন, মোহর করিয়া দেওয়ার অর্থ এই যে, তাহাদের অন্তরে কোফর পয়দা হইবে ও তাহাদের ঈমান কাড়িয়া লওয়া হইবে নাউজোবিল্লাহে মেনহো।

৩। এবনো মছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ)

উক্ত দল লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যাহারা জোমা ত্যাগ করিয়া থাকে, অবশ্য আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে এক ব্যক্তিকে লোকের নামাজ পড়াইবার জন্য হুকুম করি, তৎপরে যাহারা জোমা ত্যাগ করিয়া থাকে তাহাদের গৃহ সমূহে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দগ্ধীভূত করি।

৪। এবনো আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জোমা ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি উক্ত কেতাবে মোনাফেক বলিয়া লিখিত হইবে—যাহা মুছিয়া যাইবে না এবং পরিবর্ত্তিত হইবে না। এই হাদিছটি (এমাম) শাফেয়ি রেওয়াএত করিয়াছেন। এইরূপ মেশকাত কেতাবে আছে।

৫। আবুজায়েদ জোমারি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, (হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিন জোমা বিনা ওজরে ত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি মোনাফেক। এই হাদিছটি এবনো খোজায়মা ও এবনো হাব্বান রেওয়াএত করিয়াছেন। আর রেজিনের রেওয়াএতে আছে সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালা হইতে নারাজ হইয়া গেল।

৬। এবনো আব্বাছ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পর পর তিন জোমা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি ইসলামকে পৃষ্ঠের পশচাতে নিক্ষেপ করিল। আবু ইয়ালি ছহিহ ছনদে এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

৭। এবনো আব্বাছ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে দিবসে রোজা রাখে ও রাত্রিতে তাহাজ্জোদ পড়ে এবং জামায়াত ও জোমায় উপস্থিত হয় না, (তদুত্তরে) তিনি বলিয়াছেন, উক্ত ব্যক্তি দোজখে যাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, জোমা কায়েম করা ইছলামও ঈমানের বৃহৎ চিহ্ন, দ্বীনের শত্রুদের উপর ইছলাম ও মুছলমান জামায়াতের মহিমা (সওকাত) প্রকাশ করার কারণ এবং ইছলামের সৌন্দর্য্য (রওনক) হেতু উহা কায়েম করিতে বিস্তর চেষ্টা করা উচিত। আর প্রশ্নকারীর লিখিত মতে যে গ্রামগুলিতে অধিক পরিমাণ নামাজি হয়, তথায় নিশ্চয় জোমা কায়েম করা মুছলমানদিগের উপর ফরজ। আর কিছুতেই কাহারও বলাতে ও প্রতারণা করাতে জোমা ত্যাগ করিবে না। আর জোমা ত্যাগকারী

দল যদি নিজেদের ইছলাম ও ইমান রক্ষা করিতে চাহে, তবে এরূপ অহিত কার্য্য হইতে বিরত (বাজ) থাকে, রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের হুকুম অনুযায়ী খোদা ও রছুলের ভয় করে, বেদীন ও দোজখিদের দলভুক্ত না হয়, উল্লিখিত আজাবের ভয় হইতে নিজেরা রক্ষা পায় এবং মুছলমানদিগকে রক্ষা করা, তাহা হইলে জোমা আদায় করার ওয়াদা ও সুসংবাদ উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

ফাতাওয়ায় এরশাদিয়াতে আছে, যদি কোন গ্রামে একটি মছজিদ থাকে এবং তথাকার জোমার হুকুম প্রাপ্ত নামাজিদিগের স্থান উক্ত মছজিদে সঙ্কুলান না হয়, তবে সেই গ্রামটি শহর হইবে। আর সেই একটি মছজিদের হুকুম বড় মছজিদের তুল্য হইবে, বরং জোমা কায়েম করিতে একটি মছজিদ হওয়াও শর্ত্ত নহে, অধিক পরিমাণ জোমার হুকুম প্রাপ্ত নামাজী হইলেও যথেষ্ট হইবে।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে যদি কেহ জামে মছজিদ নাথাকা সত্ত্বেও কোন গ্রামে জোমার নামাজ পড়ে এবং গ্রামটি বড় হয় তবে তাহারা মছজিদ প্রস্তুত করুন, আর নাই করুন' তথায় জোমা জায়েজ হইবে।

লেখক— মোহাম্মদ ছালামতুল্লাহ।

১। মোহাম্মদ আরশাদ আলি, এরশাদিয়া মাদ্রাসার মোদার্রেছে আউওল।

২। মোহাম্মদ ছালামতুল্লাহ রাম পুরের আশিকিয়া মাদ্রাসার মোদারেছে আউওল।

৩। মোহাম্মদ জহুরোল হোছাএন, রামপুর মাদ্রাসার মোদার্রেছে আউওল।

৪। মোহাম্মদ মোনাওয়ার আলিরামপুর মাদ্রাসার মোহাদ্দেছে আউওল।

৫। মোহাম্মদ মোয়াজ্জেল্লাহ রামপুর মাদ্রাসার তৃতীয় মোদার্রেছ।

৬। ওজির মোহাম্মদ রামপুর মাদ্রাসার পঞ্চম মোদার্রেছ।

৭। মোহাম্মদ শারফাতুল্লাহ রামপুর। মাদ্রাসার যষ্ঠ মোদার্রেছ।

৮। গোলাম রছুল আন-ওয়ারোল-ওলুম মাদ্রাসার দ্বিতীয় মোদারেছ।

৯। মোহাম্মদ এনাওতুল্লাহ খাঁ।

১০। মোহাম্মদ ফজলে হক মাওলানা এরশাদ হোছেন ছাহেবের প্রধান শিষ্য।

১১। খাজা আহমদ।

১২। নজির আহমদ।

১৩। মোহাম্মদ আমানাতুল্লাহ।

হঠকারী অবাধ্য দ্বীনের শত্রুরা ইছলামের চিহ্ন (জামা) প্রকাশ করিতে আশ্চার্য্য আশ্চর্য্য বাধা বিঘ্ন ও ষড়যন্ত্র করিতেছে, বৃহস্পতিবারের খয়রাতি নজদের বাশেন্দারা জোমার নামাজ কায়েম হওয়ার বিঘ্ন ঘটাইয়া ইছলামি দল বিভিন্ন ও ধ্বংস করার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে আলি জনাব মাওলানা মোহাম্মদ এরশাদ হোছাএন রামপুরী ছাহেবের জামানায় একখানা বিস্তারিত ফৎওয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এই খাকছার ফকির উহা সংগ্রহ করিয়াছিল, উক্ত ফৎওয়াতে স্পষ্ট অকাট্য দলীল সমূহ দ্বারা ইহা সাব্যস্ত করা হইয়াছিল যে, যে গ্রামে জোমার হুকুম প্রাপ্ত লোক এত পরিমাণ হয় যে, তথাকার বড় মছজিদে তাহাদের স্থান সঙ্কুলন না হয়, তবে উক্ত স্থানে জোমার নামাজ কায়েম করা লাজেমি কার্য্য, আর যে গ্রামে কেবল একটি মছজিদ হয়, উহার হুকুম ও বড় মছজিদের ন্যায় হইবে।

লেখক—

মহইউদ্দিন মোহাম্মদ এ'জাজ হোছাএন মোজ্জাদ্দেদি।

১। মোহাম্মদ এমদাদুল্লাহ। ২। মোহাম্মদ হেদাএতুল্লাহ।

৩। মোহাম্মদ আলিমুদ্দিন। ৪। মোহাম্মদ বেশারাত আলি।

৫। মোহাম্মদ কাছেম। ৬। ছৈয়দ আলি।

৭। মোহাম্মদ ছোলায়মান। ৮। মোহাম্মদ ছলিমদ্দিন।

৯। আবদুল আউওল বেনে হজরত মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরি (কোঃ)।

এইরূপ আমার নিকট মক্কা শরিফ, লাক্ষ্নৌ, বেরেলি, কলিকতা হুগলী

ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদির স্থানের ফৎওয়া আছে যাহাতে উপরোক্ত প্রকার গ্রামে জোমা ফরজ হওয়ার প্রমাণ আছে।

আখেরে জোহরের মসলা

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ) ফাতাওয়ায় আজিজির ২-৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

মূল কথা এই যে, নিশ্চিত রূপে ওয়াজিবী কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য চারি রাকায়াত (আখেরে জোহর) পড়া জরুরি (ওয়াজেব)। তফছিরে আহমদী, ৭০৮ পৃষ্ঠা—

'অধিকাংশ ফকিহ আলেম জুমাকে শরিয়তের প্রধান অঙ্গ বুঝিয়া সর্ব্বদা প্রথমে জোমা আদায় করিয়া থাকেন এবং জোমা সম্বন্ধে বহু সন্দেহ হওয়ায় ও নানা শক্ প্রবল হওয়ায় জোমার পরে জোহর পড়া ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।'

ফৎহোল-কাদীর ১-২৪৮;—

'কোন মূনয্যের উপর কোন স্থানের শহর হওয়ার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তথায় জোমার পরে 'আখেরা' ফরদেন আদরা-কতো অক্তাহু অলাম ওয়াদ্দে বা'দো' এই নিয়ত পাঠ করাই চাই। যদি জোমা ছহিহ না হয়, তবে জোহরের নামাজ (যাহা তাহার উপর ফরজ ছিল) আদায় হইয়া যাইবে। আর যদি জোমা ছহিহ হয়, তবে উক্ত আখেরে জোহর নফল হইয়া যাইবে। এইরূপ যদি (কোন শহরে) কয়েক জোমা হয় এবং তাহার (জোমা পাঠকারীর) জোমা প্রথমেই আদায় হইয়াছে কিনা, ইহাতে সন্দেহ করে, তবে (সেই স্থানেও) চারি রাক্য়াত আখেরে জোহর পড়া চাই।'

এইরূপ মছইয়াব, টিকা কবিরির ৫-২ পৃষ্ঠায়, আলমগিরির ১-১৫৪ পৃষ্ঠায়, মেরকাতের ২-২৩৮ পৃষ্ঠায়, ফখরোছ-ছায়াদাতের টিকার ২১৩ পৃষ্ঠায় পুরাতন ছাপা শামির ১-৮৪৪ পৃষ্ঠায়, মুহিত নেহায়ার টীকায় আখেরে জোহর পাঠের তাকিদ করা হইয়াছে।

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব জৌনপুরী মাওলানা হামেদ ছাহেব লিখিত এশতেহারের অসারতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, যদি আপনারা

ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন, তবে আমরি প্রণীত 'এহকাকোল হক' কেতাব পাঠ করিবেন, অৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিবস

বাহাছের সভা

রবিবার ১১টা হইতে খাঁ ছাহেবের মাঠে বাহাছ শুনিবার জন্য লোকের সমাবেশ হইতে আরম্ভ হইল। কলেজ মাদ্রাসা হইতে বহু কেতাব আনায়ন করিয়া একখানা তখ্‌তপোশের উপর স্থাপন করা হইল। প্রভাতে মোখতার গাতি নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ মুছা ছাহেবকে আনায়ন করার জন্য গাড়ী পাঠান হইল, তিনি ১ টাকার মধ্যে সভার সন্নিকট ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে মুন্সী ইছহাক ছাহেবের বাটিতে উপস্থিত হইলেন। জোহরের নামাজ পড়িয়া উক্ত মাওলানা ছাহেব, কলেজ মাদ্রাসার হেড মৌলবি ছাহেব ভাঙ্গাবাড়ীর মৌলবি আহম্মদ আলি ছাহেব, সেরাজগঞ্জ বি, এন, হাইস্কুলের মৌলবি মোহাম্মদ কাজেম রহমতি ছাহেব, কলেজ মাদ্রাসার মাওলানা ফাজেল আবদুর রশিদ ছাহেব, চর ছোনগাছার মৌলবি বাহাউদ্দিন ছাহেব, ২৪ পরগণার মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন ছাহেব ও গণেরগাতির মাওলানা আবদুল জাব্বার ছাহেব প্রভৃতি আলেমগণ উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন।

দেওবন্দীদলের মাওলানা মৌলবীগণকে গতকল্য প্রকাশ্য সভায় বাহাছের জন্য দাওয়াৎ দেওয়া সত্ত্বেও এবং এই বাহাছের জন্য তাঁহাদের নিকট বেলা ৮/৯ টার সময় একজন লোক পাঠান সত্ত্বেও তাঁহারা সভায় আসিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় দেওবন্দী দলের নেতা মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবের ভাই মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেব সভায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে উক্ত দলের বাহাছ সভায় উপস্থিত হইতে বিলম্ব করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না। প্রভাতে সেরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরকে জানান হয় যে, অদ্য খাঁ ছাহেবের মাঠে আমাদের একটি বাহাছ সভা হইবে, সাধারণ লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এজন্য আপনি পুলিশের ব্যবস্থা করিবেন তাঁহার আদেশে সভায় পুলিশের সুন্দর বন্দোবস্ত হইল।

বেলা আড়াইটার সময় দুই পক্ষ হইতে একজন লোক, দেওবন্দী দলকে ডাকার জন্য ইছালামীয়া মাদ্রাসায় পাঠান হয়, এমতাবস্থায় মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব ও মুনশী ইজ্জত আলি ছাহেবের স্বাক্ষরিত একখানা পত্র একজন লোক আনায়ন করিয়া সভাস্থলে পাঠ করিল। পত্র খানির মর্ম্ম এই—

জনাব মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব জনাবেষু আদাব! গতকল্য খাঁ ছাহেবের মাঠে সভার সংস্থাপন করিয়া আমাকে ও আমার পক্ষীয় লোক জনকে পত্র দ্বারা ও অনেক ব্যক্তিকে মৌখিক দাওয়াত করিয়াছেন ও কতকগুলি বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতে থাকায় তাহারও মীমাংসা হইবে বলিয়া ঐ পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমরা তদনুসারে আপনাদের আদেশের প্রতি পালনের জন্য উক্ত স্থানে গিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদিগকে বর্ণীত বিষয়গুলি আদৌ উল্লেখ করিতে না দিয়া তাড়িত করিয়াছিলেন। বিশেষ আজ সকালে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ছাহেব বাহাদুরকে এই মর্ম্মে জানাইয়াছেন যে, আমরা নাকি শান্তি ভঙ্গের কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম। এই প্রকার কথা যদি সত্য হয়, তবে বড়ই পরিতাপের বিষয়, কাজেই আমরা আপনাদের প্রবল শক্তির সম্মুখে আমাদের জ্ঞান বিশ্বাসের ন্যায় বিষয় লইয়াও উপস্থিত হইতে দ্বিধাবোধ করিয়াছি, সেমতে আরজ, যদি আপনারা তথাপিও আমাদিগকে যাইয়া সত্য ভাবে মীমাংসা করিতে আদেশ করেন, তবে লিখিয়া জানাইলে যাইতে প্রস্তুত আছি। ইতি- সন ১৩৩০ সাল ২১শে পৌষ।

—খাকছার ইজ্জত আলি

ছালাম মছনুন পরে মেহেরবানি করিয়া জওয়াব এনাএত ফরমাইবেন।

বান্দা মহম্মদ আবদুর রহমান।

জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মুছা ছাহেব। আদাব, মেহেরবানি করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্র খানা পাঠ করিয়া আপনি জওয়াব দিলে খেদমতে হাজির হইতে প্রস্তুত আছি। ইতি- ১৩৩০ (২১ শে পৌষ) খাকছার ইজ্জাত আলি।

ছালাম মছনুন পরে মেহেরবানি করিয়া জওয়াব এনাএত ফরমাইবেন। বান্দা মোহাম্মদ আবদুর রহমান। সভাস্থলে পত্রখানা পাঠ করা হইলে অনেকের মত হইল যে, মাওলানা মুছা ছাহেব এক খানা পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে

আহ্বান করুন। তদনুসারে জনাব মাওলানা মুছা ছাহেব তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে এক খানা পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

আচ্ছালামু আলায়কুম অরহমাতুল্লাহ—

সাধারণ লোকেরা সভার মধ্যে কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, এজন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, ইহা উভয় পক্ষের জন্য হিতকর ব্যবস্থা হইতে আপনাদের চিন্তা করার কোন অবশ্যক নাই। আপনারা নিঃসন্দেহে সভার কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইতি- মোহাম্মদ মুছা

আছরের নামাজের সময় দেওবন্দী দল সভায় উপস্থিত হইলেন, তন্মধ্যে গোণের গাতি নিবাসী মাওলানা আবদুর রমহান ছাহেব, মৌলবি কোরবান আলি ছাহেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মুছা ছাহেব এই বাহাছের সভার সভাপতি ও সালিশ নির্ব্বচিত হইলেন। প্রথমে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, সিরাজগঞ্জ টাউনে আলেমের বাসস্থান, অদ্য সেই স্থানের আলেমেরা প্রকাশ্য ময়দানে এত জনতার সম্মুখে বাহাছ করিতে আগমন করিয়াছেন, ইহা বড় পরিতাপের বিষয় এই বাহাছ সভাটি নির্জ্জনে কতিপয় মান্য আলেম লইয়া হওয়াই উচিত ছিল।

তৎপরে আর একজন মৌলবি ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমিও উক্ত মতের সমর্থন করি, বাহাছ সভাটি কেবল আলেম সম্প্রদায় লইয়া হওয়া উচিত।

তৎপরে মৌলবি কাজেমউদ্দিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, গত কল্য আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, এই বাহাছটি কয়েকজন মৌলবি লইয়া মাদ্রাসার গৃহে হইলে, ভাল হয়, কিন্তু মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য সভায় বাহাছ করা হইবে।

মুনশী ইজ্জাত আলি ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, যখন প্রতিপক্ষগণ প্রকাশ্য সভায় সাধারণ লোকের সমক্ষে এখতেলাফি (মতভেদ ঘটিত) মসলাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আমাদের পক্ষের কথাগুলিও

প্রকাশ্য সভায় হইবে, ইহা আমরা বলিয়াছি, ইহাতে আমাদের অপরাধীবি হইয়াছে?

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, আমি বহু বাহাছ সভায় উপস্থিত হইয়া এতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, বাহাছটি প্রকাশ্য সভায় সাধারণ লোকের সমক্ষে হওয়াই উচিত। যদি দুই দলের আলেমরা নির্জ্জনে এই বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে যান, তবে ফল এই দাঁড়াইবে যে, প্রত্যেক পক্ষের আলেমগণ নিজের দলভুক্ত লোক দিগকে বলিবেন যে, আমরাই জয়ী হইয়াছি, বিপক্ষ দল পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন, এইরূপ অনেক স্থানে ঘটিয়াছে। ইহাতে সাধারণ লোকদের কলহ ফাছাদের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

প্রকাশ্য সভায় বাহাছ হইলে, অধিকাংশ লোক অন্ততঃ জ্ঞানী লোকগুলি সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে পরিণামে অধিক সুফল ফলিবার আশা আছে। আমাদের এমাম আবুহানিফা (রঃ) বসরা শহরে কুড়ির অধিকবার প্রকাশ্য সভায় মোতাজ্জেলা রাফেজি, কাদরিয়া, মরজিয়া ইত্যাদি বেদ্‌য়াতিদলের সহিত বাহাছ করিয়াছিলেন, এই জন্য তথায় বেদয়াতি দলের শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল।

আর যদি প্রকাশ্য সভায় অশান্তির আশঙ্খা থাকে, তবে উহার প্রতিকার কল্পে আমি সাধারণ লোক দিগকে বলিতেছি, যদি অদ্য সভায় কেহ আপনাদিগকে প্রহার করে, তবে আপনারা যেন টু শব্দ করিবেন না। সভ্যস্ত লোকেরা হাত তুলিয়া অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, অদ্য সভায় আমরা প্রহারিত হইলেও কোনরূপ কলহ ফাছাদ করিব না তখন সভ্যস্ত লোকেরা প্রকাশ্য সভায় বাহাছ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন।

তখন সভাপতি মাওলানা মুছা ছাহেব বলিলেন, দেওবন্দী পক্ষের তার্কিক মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব ও অন্য পক্ষের তার্কিক মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব কি কি বিষয় লইয়া বাহাছ করিবেন বা কি কি মছলায় মতভেদ আছে তাহা এক একখানা কাগজে লিখিয়া দিওন।

মাওলানা আবদুর রহমান নিম্নোক্ত দাবিগুলি লিখিয়া দিলেন—

১। এদেশের প্রচলিত মিলাদ বেদয়াত।

২। এদেশের প্রচলিত কেয়াম বেদয়াত।

৩। এদেশের প্রচলিত ইছালে ছওয়াবের মজলিশ করা বেদয়াত।

লেখক— আবদুর রহমান।

মাওলান রুহুল আমিন ছাহেব লিখিয়া দিলেন—

১। কোরআন ও ছহিহ ছহিহ হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া যে মিলাদ পাঠ করা হয়, উহা অবিকল কোরআন হাদিছ পাঠ করা হইবে।

২। মিলাদের কেয়াম বহু সংখ্যক এমাম ও বিদ্বান মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

৩। যে ইছালে ছওয়াবের মজলিশে খেলাপ শরিয়তের কোন কার্য্য না হয়, উহা মোস্তাহাব।

লেখক—রুহুল আমিন

সভাপতি সাহেব মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবকে বলিলেন, আপনার দাবিগুলির প্রমাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা আপনি প্রথমেই বলুন।

মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবের বক্তৃতা।

১। মৌলুদ শরিফ দুই প্রকার, প্রথম শরয়ি মৌলুদ, ইহা জায়েজ মোস্তাহাব, আর এক প্রকার রেওয়াজি মৌলুদ, যাহাতে বেদয়াত ও শরিয়তের খেলাব কার্য্য থাকে, তাহা বেদয়াত।

রেওয়াজি মৌলুদ যাহাতে কয়েকটি দোষ আছে, উহা নিম্নোক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারিবেন।

২। দেশ প্রচলিত মিলাদ শরিফে অনেক মওজু বা জাল রেওয়াএত বা হাদিছ পাঠ করা হয়, যথা—মিলাদ উপলক্ষে এই কথাটি হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করা হয়—

'যদি তোমাকে (মোহাম্মদকে) পয়দা না করিতাম' তবে আছমান সমুহকে সৃষ্টি করিতাম না।

ইহা একটি জাল হাদিছ।

মিলাদ শরিফে একটি গল্প পাঠ করা হয় যে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক

সূতা কাটিয়া কিছু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া মৌলুদ শরিফের মজলিশ করিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকটি বেহেশতে গিয়াছিল, ইহা একটি জাল রেওয়াএত।

মিলাদ শরিফে হজরতের এন্তেকালের পূর্ব্বে ছাহাবা আকাশার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, উহা জাল ঘটনা। এইরূপ জাল হাদিছ ও রেওয়াএত উল্লেখ করার জন্য মিলাদ নাজায়েজ হইবে।

৩। কেহ মোকাদ্দামা কালে মানসা করে যে, যদি ইহাতে জয়ী হয়, তবে মিলাদ পাঠ করাইবে। সাধারণের এই আকিদা যে, মৌলুদ পাঠ না করাইলে, নূতন ঘরে বাস করিতে নাই, করিলে মহা ক্ষতি হইবে। এই কারণে মিলাদ নাজায়েজ।

৪। অনেক ফাছেক লোক মিলাদের মজলিশে উপস্থিত হইয়া থাকে, এই জন্য মিলাদ নাজায়েজ হইবে।

৫। মিলাদ শরিফকে লাজেম করিয়া লওয়া হইয়াছে, মোস্তাহাব কার্য্যকে লাজেম করিয়া লওয়া বেদয়াত ও নাজায়েজ।

৬। মিলাদ পাঠ করিয়া মিলাদের ওজরাত (বেতন) লইয়া থাকেন, ইহা নাজায়েজ এই জন্য মিলাদ নাজায়েজ হইবে।

৭। মিলাদ শরিফে উচ্চশব্দে রাগ রাগিনী সহ দরুদ পাঠ করা হইয়া থাকে, ইহা নাজায়েজ এই জন্য মিলাদ শরিফ নাজায়েজ।

কেয়াম রেওয়াজি নাজায়েজ

৮। এই কেয়াম শরয়ি মোস্তহাব, কিন্তু ইহাতে, হজরতের রুহ হাজের হইয়া থাকার ধারণা লোকে করিয়া থাকে, যাহা শেরেক, এই জন্য উহা নাজায়েজ, অবশ্য কল্য মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব এইরূপ ধারণা না করার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব গত কল্য বলিয়াছেন যে, হজরতের রুহ মোবারকের স্থান বিশেষ মৌলুদের মহফেলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব এবং ইহার প্রমাণ তিনি বলিয়াছিলেন, যে হজরত পীরান পীরের ওয়াজের মজলিশে হজরত (ছাঃ) উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা'ত পীরান পীরের কাশফের কথা, ইহা অন্য লোকের পক্ষে দলীল হইতে পারে না।

৯। কেয়াম করাতে আলেমগণের মতভেদ পূর্ব্ব হইতে ছিল, একদল আলেম উহা নাজায়েজ বলিয়াছেন।

১০। এই কেয়াম এদেশের লোক জরুরী জানিয়া থাকে যদি কোন আলেম কেয়ামের সময় কেয়াম না করেন, তবে তাহাকে নিন্দা করা হয় এমন কি তাহাকে 'লা-মজাহাবি বলিয়া অপবাদ দেওয়া হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, এদেশের লোক কেয়ামকে ওয়াজেব ফরজ বুঝিয়া থাকেন।

ইছালে ছওয়াব

১১। ইহাতে লোকজনকে ডাকা হয়, ইহা বেদয়াত, এই জন্য উহা নাজায়েজ হইবে।

১২। দ্বিতীয় উহাকে লাজেম করিয়া লওয়া হয়, বৎসরে বৎসরে একসময় উহা করিতে হয় কখন উহা ত্যাগ করা হয় না।

১৩। উহাতে সুদের টাকা ও এতিমের টাকা লওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আর এতিমের টাকা লওয়া হারাম।

এই সমস্ত কারণে দেশ প্রচলিত ইছালে ছওয়াব নাজায়েজ। অবশ্য আঞ্জমনে তজকির ফরজ যাহা আমি তোমাদিগকে বলিয়া থাকি।

মাওলানা এতদূর বক্তৃতার পরে মগরেবের আজান হইল, নামাজ শেষ হওয়ার পরে পুনরায় তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

১৪। মাওলানা আব্দুলহাই লাক্ষ্ণৌবি 'মজমুয়া-ফাতাওয়া কেতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৯৯/৪০৪ পৃষ্ঠায় কেয়ামকে বে-দলীল সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ছিরাতে-শামি হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে, কেয়াম বেদয়াত, উহার কোন দলীল নাই।

১৫। এইরূপ মাওলানা কারামত আলি ছাহেব উহা অমূলক বেদয়াত বলিয়াছেন।

১৬। মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব গত কল্য হাচ্ছান বেনেছাবেত ছাহাবার দাঁড়াইয়া হজরতের সুখ্যাতি সূচক শ্লোক পাঠ করার উল্লেখ করিয়া ছিলেন কিন্তু সেই সময় হজরত বা অন্যান্য ছাহাবারা কেয়াম করার কথা উক্ত হাদিছে নাই, কাজেই ইহাতে কেয়াম করা বাতীল হইয়া গেল।

১৭। তিনি শুসংবাদ শ্রবণ করার পরে ছেজদা করার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর ইহার পরে দাঁড়ান সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, হজরতের পয়দাএশের সংবাদ শুনিয়া ছেজদা করিলে ফাছাদের সৃষ্টি হইবে, আর ছেজদা করার পরে বসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তবে ইহাতে কেয়াম কিরূপে সাব্যস্ত হইবে?

১৮। তিনি যে জমজমের পানি বা ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহতে মিলাদের কেয়াম কিরূপে সাব্যস্ত হইবে?

১৯। তিনি মেহমানকে খাওয়ানোর হাদিছ পেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে ইছালে ছওয়াবের খাওয়ান কিরূপে সাব্যস্ত হয়।

২০। তিনি যে বলিয়াছেন যে মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি ছাহেব ও হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব এইরূপ করিয়াছিলেন, তাহাদের করা কি দলীল হইবে? মোজতাহেদগণের কেয়াছ দলীল হইবে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য আলেমের কেয়াছ দলীল বা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

এই বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন সভাপতি ছাহেব মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন ছাহেবকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন, ইহাতে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

মাওলানা রুহল আমিন ছাহেবের বক্তৃতা

১। মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব বলিয়াছেন যে, আসল মিলাদ শরিফ জায়েজ ও মোস্তাহাব, অবশ্য উহাতে বেদয়াত ও খেলাফ শরিয়তের কোন কার্য্য থাকিলে, বেদয়াত হইবে। আমিও বলি, শরিয়তের বিরুদ্ধে যে কোন কার্য্য হউক, উহা নাজায়েজ হইবে, যদি কেহ বিনা ওজুতে নামাজ পড়ে, যদি কোন স্ত্রীলোক হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় রোজা করে, তাহাও নাজায়েজ হইবে। যদি কেহ শরিয়তের বিরুদ্ধে ওয়াজ করে বা মোদারেছগিরি করে, তাহাও নাজায়েজ হইবে। ইহা কেবল মৌলুদ বলিয়া কথা নহে প্রত্যেক বিষয়ে এইরূপ ফৎওয়া চলিতে পারে।

ছাত্র দিগকে দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা গৃহ প্রস্তুত করা, চেয়ার বেঞ্চের উপর শিক্ষক ছাত্রদিগের বসিয়া পড়ান বা পড়া, সমুখে একখানা টেবিল রাখা, ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া, শিক্ষকগণের বেতন লওয়া ক্লাস বিভাগ করা, এমতেহান লওয়া, পুরস্কার দেওয়া, এই সমস্তই নূতন কার্য্য অবশ্য বেদয়াতে হাছানা, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ত রেওয়াজি তালিম ইহাকে মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব নাজায়েজ বলিবেন কি না? আমি বলি যদি কোন রেওয়াজি কার্য্য শরিয়তের পরিপোষক হয়, তবে বেদয়াতে হাছানা হইবে, উহা নাজায়েজ হইতে পারে না।

২। মিলাদ শরিফে মওজু (জাল) হাদিছ বা রেওয়াএত উল্লেখ করা নাজায়েজ, ইহা আমি কল্য সভায় প্রকাশ করিয়াছি। লাওলাকা লামা খালাকতোল আফলাক কথাটি হাদিছ।

মাওলানা শাহ আব্দুল আজিজ দেলবী (রঃ) ও মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব নিজ নিজ ফাতওয়ার কেতাবে লিখিয়াছেন যে, এই কথাটি কোন হাদিছের কেতাবে দৃষ্টীগোচর হয় নাই।

আকাশার কথা জাল সত্য ইহা ওছুলে-জোর জানিয়ার টিকায় আছে।

বুড়ির গল্পটি একটি ঘটনা, ইহা সত্য হইতেও পারে, ইহা জাল হওয়ার দাবি করা কিরূপে সম্ভব হইবে?

উর্দ্দু মিলাদ শরিফের কেতাবে কতকগুলি জাল কথা আছে, উহা পাঠ করা জায়েজ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া মূল মিলাদ শরিফকে নাজায়েজ বলা যাইতে পারে না। যদি জানাজা নামাজের সময় বা লাশ দাফন করার সময় স্ত্রীলোকেরা উচ্চঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সঙ্গে যায়, তবে কি জানাজা বা দাফন ত্যাগ করিতে হইবে, না স্ত্রীলোকের রোদন বন্ধ করার চেষ্টা করিতে হইবে? এইরূপে ন্যায়পরায়ণ আলেমদিগকে মজলিশে মজলিশে জাল রেওয়াএত গুলি উল্লেখ করিয়া মিলাদ পাঠকারী মুনশীদিগকে অবগত করাইয়া তৎসমস্ত মিলাদ কালে উল্লেখ করিতে নিষেধ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা না করিয়া মূল মিলাদ শরিফকে বেদয়াত বা নাজায়েজ বলিয়া উল্লেখ করা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না।

জাল রেওয়াএত উল্লেখ করা কেবল মিলাদ পাঠ কালে যে নাজায়েজ তাহা নহে, বরং ওয়াজ উপলক্ষে উহা বর্ণনা করাও নাজায়েজ। বর্ত্তমান ওয়াজ বর্ণনাকারী মৌলবি আলেমগণ দোর্রাতোনাছেহিন' কেতাবের রেওয়াএত গুলি উল্লেখ করিয়া ওয়াজ করিয়া থাকেন, উক্ত কেতাবের অনেক রেওয়াএত জাল বা অমুলক, এক্ষেত্রেকি ওয়াজ নছিয়ত করা নাজায়েজ বলিতে হইবে? না জাল রেওয়াএতগুলি উল্লেখ করা নাজায়েজ বলিতে হইবে?

আরও একটি কথা, মুনশী লোকেরা ছহিহ বা জাল রেওয়াএত পরীক্ষা করিতে কিরূপে পারিবেন ইহা অতি কঠিন ব্যাপার জাল হাদিছ কাহাকে বলে? যে হাদিছটি মিথ্যাবাদী লোক কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, উহাকে জাল হাদিছ বলা হয়?

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল বারি'র মোকদ্দমায় লিখিয়াছেন যে, ছহিহ বোখারির কতকগুলি এরূপ রাবি আছে, যাহাদিগকে বিদ্বানগণ মিথ্যাবাদী স্থির করিয়াছেন। এমাম বোখারী, নইম বেনে- হাম্মাদ হইতে ছহিহ বোখারিতে এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন—আমর বেনে ময়মূন বলিয়াছেন, আমি জাহেলিয়তের সময় একটি বানরকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই বানরটি ব্যাভিচার (জেনা) করিয়াছিল এবং সমস্ত বানর সমবেত ভাবে উক্ত বানরকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল, ইহাতে আমিও তাহাদের সহিত উহাকে প্রস্তারঘাত করিয়াছিলাম।' আহমদী প্রেসে মুদ্রিত ছহিহ বোখারী, ১/৫৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমাম বোখারি এই হাদিছটি উল্লেখ করতঃ বন্য পশুর জেনা ও উহাদের উপর হদ জারি করার মত সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা নইম-বেনে হাম্মাদের জাল কথা।

মিজানোল এ'তেদাল, ৩-২৪১ পৃষ্ঠা—

(এমাম) আজাদি বলিয়াছেন যে, নইম বেনে হাম্মাদ হাদিছ প্রস্তুত করিত এবং (এমাম আবু হানিফা) নো'মানের অপবাদের উদ্দেশ্যে মিথ্যা গল্প প্রস্তুত করিত। এই নইম বর্ণনা করিয়াছে যে, খোদাতায়ালা একটি যুবকের ন্যায় আকৃতি ধারি, তাঁহার পদদ্বয় সবুজ রঙের ফলকে আছে এবং উহাতে সুবর্ণের দুখানা পাদুকা (জুতা) আছে।

এমাম বোখারী, মোহাম্মদ বেনে তালতার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম এবনো হাজার 'মোকাদ্দমার' ৫-১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—লোকে (মাহাদ্দেছগণ) যেন তাহাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করিতেন। আর তিনি ওছাঈদ বেনে জায়েদের হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত মোকাদ্দমায় ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, (এমাম নাছায়ি তাহাকে পরিত্যক্ত ও (এমাম) এবনো নইম তাহাকে জাল হাদিছ প্রস্তুতকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলকথা, এতবড় মোহাদ্দেছ এমাম বোখারী স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদী লোকের জাল হাদিছ অজানিত ভাবে উল্লেখ করিয়া উহা সত্য হাদিছ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। আজবোয় ফাজেলা ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা।

এবনো মাজার মধ্যে কতকগুলি জাল হাদিছ আছে। এইরূপ ছেহাহছেত্তার অন্যান্য কেতাবগুলির অবস্থা অনুমান করুন।

ছোনানে দারকুৎনি ও ছোনানে বয়হকি ইত্যাদিতে অনেক জাল হাদিছ আছে।

এক্ষণে জাল হাদিছ গুলির অসারতা প্রকাশ করিতে হইবে, না হাদিছের কেতাবগুলি পড়া একবারে নাজায়েজ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

এক্ষণে আসুন তফছির গুলির মধ্যে জাল হাদিছ আছে কিনা, তাহার সমালোচনা করা হউক, তফছিরে এবনো জারির ও তফছিরে এবনো কছির অতি উৎকৃষ্ঠ তফছির, এই দুই তফছিরের হাদিছগুলি গ্রহণের উপযুক্ত। তদ্ব্যতীত অন্যান্য তফছিরে অনেক জাল হাদিছ আছে, তফছিরে কবিরের ১।৩৪ পৃষ্ঠা।

انا افصح من نطق بالضاد ☆

এই কথাটি হাদিছ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহার কোন ছনদ বা মূল হাদিছের কেতাবে নাই, তমইজোল-কালাম মেনাল খবিছ' ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তফছিরে আহমদির ২৭ পৃষ্ঠায় ছুরা জেনের তফছিরে এই মর্ম্মে একটি হাদিছ আছে—'মছজিদে দুনইয়ার কথা বলিলে, চল্লিশ বৎসরের আমল (এবাদত) নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু মওজুয়াতে কবিরের ৬৯ পৃষ্ঠায় ইহাকে জাল হাদিছ বলা হইয়াছে।

এইরূপ তফছিরে বয়জবি ও কশ্যাফে প্রত্যেক ছুরার শেষাংশে যে ছুরার ফজিলত লেখা আছে, তাহার অধিকাংশ জাল হাদিছ।

এক্ষেত্রে জাল হাদিছগুলির জাল বুঝিতে বা জাল বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাই বলিয়া কি তফছির পাঠ নাজায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে?

এইরূপ ফেকহের কেতাবে দুই চারিটি জাল হাদিছ আছে, হেদায়া কেতাবে দুই একটি জাল হাদিছ আছে।

এক্ষেত্রে শিক্ষকেরা হেদায়া শিক্ষা দেওয়া কালে জাল হাদিছগুলির অবস্থা শিষ্যদিগকে জ্ঞাত করাইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, ফেকহের কেতাবে দুই চারিটি জাল হাদিছ আছে বলিয়া কি ফেকহ শিক্ষা করা নিষেধ হইয়া যাইবে।

এইরূপ তাছাওয়াফের কেতাবে অনেক জাল হাদিছ আছে, পীরান পীর ছাহেব গুনইয়া-তোত্তালেবিন কেতাবের ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় নইমবেনে-হাম্মাদের ছনদে নিম্নোক্ত জাল হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হইবে, তন্মধ্যে আমার উম্মতের মধ্যে প্রধান বিভ্রাটকারী উহারা হইবে— যাহারা আপন আপন রায়ে কার্য্যসমূহে কেয়াছ করিবে এবং হালালকে হারাম করিবে ও হারামকে হালাল করিবে। 'মিজানোল-এ'তেদাল ৩/২৩৮ পৃষ্ঠা—

قال محمد بن على سالت يحى بن معين هذا فقال

ليس له اسل ☆

'মোহাম্মদ-বেনে আলি বলেন, আমি উক্ত হাদিছ সম্বন্ধে (এমাম) এহইয়া-বেনে মইনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত হাদিছের কোন মূল নাই (অর্থাৎ উহা বাতীল হাদিছ)

এইরূপ পীরান পীরের 'ছের্রোল আছরার' কেতাবে ২/৯ পৃষ্ঠায় আছে—আমি খোদাকে দাড়িহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি।

ইহাকে হাদিছ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু মিজানোল এ'তেদাল

কেতাবে ইহাকে জাল কথা বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে।

এইরূপ তাছাওয়ফের অনেক কেতাবে দুই চারিটি জাল হাদিছ দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষেত্রে তাছাওয়ফের কেতাব পড়া নাজায়েজ হইবে কি?

৩। মাওলানা মোকদ্দামার জন্য মিলাদের মানসা করা নাজায়েজ বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু হাদিসে, নাজায়েজ কার্য্যের জন্য মাসনা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদি কোন লোক ন্যায্য মোকদ্দামাতে জয় লাভ করার জন্য মিলাদ মানসা করে, তবে ইহাতে কি দোষ হইবে? কোরআন শরিফে আছে, য়িহুদীরা হজরত নবি (আঃ) এর অছিলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট যুদ্ধে জয়লাভ করার দোওয়া করিতেন, ইহা ছুরা বাকারের ১১ রুকুতে আছে, তাহা হইলে বিপদ উদ্ধারের জন্য মিলাদ পাঠের মানসা করিলে দোষ হইবে কেন?

যদি কেহ কোন বিপদ উদ্ধারের জন্য নামাজ ও রোজার মানসা করে, তবে কি নামাজ, রোজা করা নাজায়েজ হইয়া যাইবে? যদি কেহ উপরোক্ত ক্ষেত্রে ওয়াজেব মানসা করে, তবে কি উহা নাজায়েজ হইবে?

মিলাদ পাঠ না করিলে, ঘরে বাস করা ক্ষতিকর হইবে, ইহা কোন মুসলমানের আকিদা নহে, অবশ্য বরকত লাভের জন্য লোকে নূতন বা পুরাতন ঘরে মিলাদ —যাহাতে কোরআন ও হাদিসের অংশ বর্ণনা করা হয় বা দরুদ কলেমা, পাঠ করাইয়া থাকেন, ইহাতে কি দোষ হইবে?

মেশকাতের হাদিছে আছে, হজরত বলিয়াছেন, তোমরা ঘরকে কবর করিওনা, অর্থাৎ ঘরে নামাজ পাঠ করিও।

কল্য ছহিহ বোখারি হাদিছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একজন ছাহাবা হজরত নবি (ছাঃ) কে তাহার ঘরে নামাজ পড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার ঘরের এক পার্শ্বে নামাজ পড়িয়াছিলেন।

মুছল্লিরা নিজেদের ঘরে নামাজ, কলেমা ও দরুদ পড়িয়াই থাকেন। ইহাতে দোষ না হইলে নূতন ঘরে মিলাদ পাঠ করাইলে, কেন দোষ হইবে?

মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া কেতাবের ১/২৭ পৃষ্ঠায়, ছিরাতে নাবাবির ১/৫২ পৃষ্ঠায়, ছিরাতে-হালাবির ১৯৩ পৃষ্ঠায় ও মাছাবাতা বেছছুন্নাহ কেতাবের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে স্থানে মিলাদ পাঠ করা হয়, সেই স্থানটি এক

বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে থাকে এবং বিবিধ প্রকার খায়ের বরকত নাজিল হইতে থাকে, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে।

মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব নশরোত্তিবের টিকায় লিখিয়াছেন— শহরে মহামারিতে অনেক লোক নষ্ট হইতেছিল, আমি যে দিবস, হজরতের মিলাদ ও জীবনী লিখিতাম, সেই দিবস আল্লাহতায়ালার ফজলে কোন লোকের পীড়া হইত না।

এই কারণে লোকে নূতন বা পুরাতন ঘরে মিলাদ পাঠ করাইয়া থাকেন, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না, বরং খায়ের বরকতের কারণ হইবে।

৪। আঞ্জমনে তজকির অথবা ওয়াজের মজলিসে সুদখোর, বেনামাজি, ব্যাভিচারি, নেশাখোর ইত্যাদি অনেক ফাছেক গোনাহগার উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে কি ওয়াজের মজলিস করা নাজায়েজ হইবে?

মসজিদে বা ঈদগাহে অনেক ফাছেক লোক উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে মছজিদের কি দোষ হইবে বা নামাজের কি দোষ হইবে?

হাটে বাজারে অনেক ভালমন্দ লোক সমবেত হইয়া থাকে' বলিয়া কি হাটে বাজারে যাওয়া নাজায়েজ হইবে?

মিলাদের সভাতে যদি ফাছেক বদকার লোক উপস্থিত হয়, আর হজরতের মো'জেজা (অলৌকিক ঘটনাগুলি) নির্ম্মল স্বভাব চরিত্র ও আখেরেতে উম্মতের শাফায়াত ইত্যাদির কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তাঁহার প্রেমে ও ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া গোনাহ কার্য্য ছাড়িয়ে দেই তবে উপকার ভিন্ন ক্ষতি কি হইবে?

আমাদের এদেশে মিলাদ উপলক্ষে ওয়াজ নছিহত করা হয়, ইহাতে ফাছেক গোনাহগারেরা তওবা করিয়া পাক হইতে পারে, কাজেই মিলাদের মজলিশে ফাছেক গোনাহগারদের উপস্থিত হওয়ায় মিলাদ নাজায়েজ হইতে পারেন না।

৫। কোরআন শরিফের অক্ষরগুলির নোকতা শব্দগুলির জের, জবর,

পেশ, রুকুর চিহ্নগুলি, ছুরাগুলির নাম অনেক জামানা পরে লিখিত হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় বেদয়াতে হাছানা ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, আরব আজম সমস্ত স্থানের কোরআন শরিফে এই বিষয়গুলি সর্ব্বদা লিখিত হইতেছে, এই সমস্ত বিষয় লেখা মোস্তাহাব, মোস্তাহাব বিষয়কে মোস্তাহাব ধারণা করিয়া চিরকাল বা সর্ব্বদা করিলে উহা লাজেম করিয়া লওয়া হয় না, আর যদি মোস্তাহাব কার্য্যকে জীবনের মধ্যে এক দিবস জরুরী ওয়াজেব ফরজ বুছিয়া করে তবে, উহা দোষ হইবে। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন এই যে, যদি বৎসরে বৎসরে মিলাদ পাঠ করাইলে উহা লাজেম করিয়া লওয়া হয়, তবে কোরআন শরিফে উক্ত বিষয়গুলি সর্ব্বদা লেখাতে তৎসমস্ত লাজেম করিয়া লইয়া জগতের লোক নাজায়েজ কার্য্য করিতেছেন কি না?

আজানের পরে তছবির করা অর্থাৎ নামাজ নামাজ, একামত একামত বা এইরূপ কোন শব্দ বলিয়া লোককে সাবধান করা বেদয়াতে হাছানা, লোকে ইহা মোস্তাহাব ধারণা করিয়া সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, ইহাতে উহা লাজেম করিয়া লওয়া হয় কি না? যদি না হয়, তবে বৎসরে বৎসরে মোস্তাহাব ধারণায় মিলাদ পাঠ করাইলে কেন উহা লাজেম করিয়া লওয়া বুঝা যাইবে?

নামাজ রোজার জবানি নিয়ত করা ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়ি এই তিন জামানায় ছিল না, অনেক জামানা পরে এই কার্য্যটি প্রকাশ হইয়াছে, ইহা বেদয়াতে-হাছানা, বাঙ্গলা হিন্দুস্থানের সমস্ত লোক জবানি নিয়ত সর্বদাই করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা কেহ ওয়াজেব ফরজ জানে না, মোস্তাহাব জানেন, যদি ইহাতে উহা লাজেম করিয়া লওয়া বুঝা না যায়, তবে বৎসরে বৎসরে মিলাদ পাঠ করাইলে কেন উহা লাজেম করিয়া লওয়া বুঝা যাইবে?

লোকে নফল নামাজ বা আছরের ছুন্নাত নফল বা ছুন্নত গায়ের মোয়াক্কাদা জানিয়া সর্ব্বদা পাঠ করেন, ইহাতে উহা কি লাজেম করিয়া লওয়া হয়? না ওয়াজেব ফরজ জানা হয়? না উহা বেদয়াত ও নাজায়েজ হয়? নামাজের মধ্যে যে মোস্তহাবগুলি আছে, দেওবন্দীদল সর্ব্বদা তৎসমস্ত আদায় করিয়া থাকেন, ইহা বেদয়াত ও নাজায়েজ হইবে কি?

৬। মিলাদ শরিফের ওজরত (বেতন) স্থির করা আমরা দোষ ভাবিয়া

থাকি, ইহাতে ওয়াজ নছিহতের বেলাও দোষ ইহবে, কিন্তু কেহ কি মিলাদ ও ওয়াজ নছিহতের মূল্য স্থির করিয়া মিলাদ পাঠ ও ওয়াজ করিতে গিয়া থাকেন, ইহা আমি জানি না। অবশ্য ওয়াজ ও মিলাদ নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে করিতে হয়, ইহাতে লোকে তোহফা স্বরূপ যাহা কিছু ওয়াজকারী বা মিলাদ পাঠ কারীকে দেন, তাহা তাহাকে গ্রহণ করা জায়েজ, বরং ছুন্নত। দোর্রোল মোহতারের ৩-৪৬ পৃষ্ঠায় আছে, ওয়াজকারীর পক্ষে তোহফা কবুল করা জায়েজ।

৭। আওয়াজের সহিত জেকর করা যদি কাহারও নামাজ বা নিদ্রার ক্ষতিকর না হয় বা অতিরিক্ত উচ্চশব্দ না হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে, ইহার প্রমাণ মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবির মজমুয়া ফাতাওয়ার ২-২৭৩ পৃষ্ঠায়, তফছিরে-আজিজির (পারায় তাবারকের) ১৮৭ পৃষ্ঠায় ফাতাওয়ায় আজিজির ১-১৭০ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারির ১-১১৬ পৃষ্ঠায়, কওলোল জমিলের ৪২-৪৫ পৃষ্ঠায় ছাবাহাতোল-ফেকরের ৫০-৭৬ পৃষ্ঠায় ও শামির ৫-২৮১ পৃষ্ঠায় আছে। আর কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকায় যে জলি জেকর অল্প অল্প আওয়াজে করিতে হয়, তাহা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবির কওলোল জমিলের ৪২ পৃষ্ঠায়, হাজি মাওলানা শাহ এমদাদুল্লাহ ছাহেবের জিয়াওল কুলুবের ১৪-৩০ পৃষ্ঠায় ও ছৈয়দ আহমদ রহমাতুল্লাহ আলাহের মলফুজাত 'ছেরাতোল - মোস্তাকিম' কেতাবের ৯৪-১০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। সমস্ত বিদ্বান এই দুই তরিকার জলি জেকর জায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, আরও হজরত নবি (ছাঃ) এর দরুদ পাঠ করাও জেকর করার মধ্যে গণ্য।

কোরআন শরিফে আছে—

ورفعنا لكذ كرك 'আর আমি তোমার জেকরকে উচ্চ করিয়াছি।'

তফছিরে কবির ৮-৪৩০ পৃষ্ঠা।

'আমি জগতকে তোমার উম্মতে পূর্ণ করিব, তাঁহারা তোমার প্রশংসা করিবেন এবং তোমার উপর দরুদ পাঠ করিবেন।

দ্বিতীয় দরুদ শরিফে খোদাতায়ালার নিকট হজরতের উপর পূর্ণ রহমত ও ছালাম নাজিল করার জন্য দোওয়া করা হয়, কাজেই উহা যে জেকরের মধ্যে গণ্য ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। আওয়াজের সহিত জেকর জায়েজ

হইলে। মিলাদ শরিফের মহফেলে আওয়াজের সহিত দরুদ পাঠ কেন জায়েজ হইবে না?

মিষ্টস্বরে কোরআন পাঠ যে জায়েজ, ইহা কল্য হাদিছ শরিফ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, অবশ্য রাগ রাগিনী যাহাতে অক্ষরগুলি টানিয়া গলা কাঁপাইয়া সঙ্গীতের ভাব আনয়ন করা হয়, ইহা নাজায়েজ, ইহাও হাদিছ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। এইরূপ মিষ্টস্বরে দরুদ পাঠ ও গজল পাঠ জায়েজ, কিন্তু সঙ্গীতের সুরে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিনীর ধরনের দরুদ ও গজল পাঠ নাজায়েজ হইবে। মিলাদের মহফেলে রাগরাগিনী সহ কেহ দরুদ পাঠ করেন না, তবে কেন উহা জায়েজ হইবে না?

কেয়ামের মসলা

৮। মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব শরিয়ত সঙ্গত কেয়ামকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন, শরিয়তের খেলাফ কেয়াম করাকে নাজায়েজ বলিয়াছেন, আমরাওত তাহাই বলিয়া থাকি, শরিয়তের খেলাফ কার্য্য কি কখন জায়েজ বলা যাইতে পারে। মাওলানা কেয়াম নাজায়েজ হওয়ার দলীল প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন যে, হজরতের রুহকে হাজের হওয়ার ধারণা করিলে, শেরক বা নাজায়েজে হইবে, ইহার উত্তরে আমি নিজে কিছু দিতে চাহিনা, তবে ঐ দেওবন্দীদলের নেতা জনাব মাওলানা আসরাফ আলি ছাহেবের পীর মোরশেদ জনাব মাওলানা শাহ হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব ফয়ছলায় হফতে মাসায়েলের ৪-৫পৃষ্ঠায় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে পেশ করিব, তিনি লিখিয়াছেন—

'এই মিলাদ শরিফের মজলিশে হজরত নবি (ছাঃ) এর উপস্থিত হওয়ার আকিদাকে কোফর ও শেরেক বলা বাড়াবাড়ি ভিন্ন আর কিছুই নহে, রেওয়াএত ও জ্ঞান অনুযায়ী হজরতের উপস্থিতি সম্ভব, বরং কোন কোন স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

সম্ভব ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করাকে শেরেক কোফর কিরূপে হইবে? আর প্রত্যেক সম্ভব ঘটনার সংঘটিত হওয়া জরুরি নহে, এইরূপ বিশ্বাস করিতে দলিলের দরকার, যদি কেহ কাশফ দ্বারা ইহা বুঝিতে পারে কিম্বা কোন কাশফ

শক্তি বিশিষ্ঠ লোক তাহাকে ইহার সংবাদ দেয়, তবে এইরূপ বিশ্বাস করা জায়েজ আছে, নচেৎ ইহা একটি দলিল বিহীন ভ্রান্তিমূলক ধারণা হইবে, এইরূপ ধারণা ত্যাগ করা জরুরি, কিন্তু ইহা শেরক কোফর কিছুতেই হইতে পারে না।

মেশকাত ৩৯৪ পৃষ্ঠা—

من رانى فى المنام فقد رانى فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى ☆

'হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দেখিল, নিশ্চয় আমাকে দেখিল কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

এখন সহস্র লোক রাত্রে হজরতকে স্বপ্নে দেখিল, এক্ষেত্রে হজরতের রুহ মোবারকের বা রুহানি ছুরাতের একরাত্রে সহস্র স্থানে উপস্থিত হওয়া প্রমাণ হইল কি না?

আরও মেশকাতে, উক্ত পৃষ্ঠা—

من رانى فى المنام فسيرانى فى اليقظة و لا يتمثل الشيطان بى ☆

'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল, সত্বরেই সে ব্যক্তি আমাকে চৈতন্যাবস্থায় দেখিবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না।

মদারেজোন্নাবুয়তের ১৬০ পৃষ্ঠায় বাহজাতোল-আছরার কেতাব ইহতে লিখিত আছে যে, হজরত পীরান পীর ছৈয়দ আবদুল কদের জিলানী (কাঃ) র ওয়াজের মজলিশে জনাব রেছালাত মায়াব নবি (ছাঃ) তশরিফ আনিয়াছিলেন এবং উক্ত পীরান পীর ছাহেব চৈতন্যাবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

১৪। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষেীবি ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ২/৩৯৯/৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেয়ামের কোন দলীল নাই, ইহা বেদয়াত, এইরূপ ছিরাতে হালাবী ইত্যাদিতে আছে।

আবার তিনি উক্ত ফাতাওয়ার ৩/১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ খাঁটি আগ্রহ সহকারে বিনা রিয়ায় উক্ত সময় কেয়াম করে, তবে তাহার

আপত্তি গ্রাহ্য হইবে, মজলিশের আদব এই যে, উপস্থিত লোকেরা তাহার অনুসরণ করিয়া কেয়াম করে। মক্কা ও মদিনার আলেমগণ কেয়াম করিয়া থাকেন, এমাম বরজাঞ্জি লিখিয়াছেন যে, হজরতের পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করাকে মোহাদ্দেছ এমামগণ মোস্তাহাছান (মোস্তাহাব) বলিয়াছেন।'

শ্রোতৃবৃন্দ, মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব যদিও কেয়ামকে বেদলীল বলিয়া থাকেন, তথায় মোহাদ্দেছ এমামগণ উহা মোস্তাহাছান বলিয়াছেন, আরও মক্কা ও মদিনার আলেমগণ উহা করিয়া থাকেন, আর হাদিছ শরিফে আছে যে, মক্কা ও মদিনায় কেয়ামত অবধি দ্বীন ইমান বর্ত্তমান থাকিবে, কাজেই কেয়াম অমূলক বেদয়াত নহে, মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের মত এস্থলে ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয়-যে ছিরাতে-হালাবি হইতে উহার অমূলক বেদয়াত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার ১-৯৩-৯৪পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

'অধিকাংশ লোকদের একরূপ রীতি হইয়াছে যে, তাঁহারা হজরতের পয়দা এশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার তাজিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন, এই কেয়াম বেদয়াত, উহার কোন দলীল নাই, কিন্তু উহা হাছানা (নেক) বেদয়াত, কেননা, প্রত্যেক বেদয়াত মন্দ নহে। নিশ্চয় আমাদের ছৈয়দ ওমার (রাঃ) লোকদিগকে তারাবিহ নামাজের জন্য সমবেত হইতে দেখিয়া বলেছিলেন যে, ইহা উত্তম বেদয়াত। (এমাম) এজ্জুদিম বেনে ছালাম বলিয়াছেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে এবং তিনি উহার প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর নিম্নোক্ত হাদিছগুলি উক্ত মতের বিপরীত নহে, হাদিছগুলি এই—(১) তোমরা নূতন কার্য্য-কলাপ হইতে বিরত থাক, কেননা প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি। (২) যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করে, যাহা উহার অন্তর্গত নহে, তাহা উহার উপর রদ করা হইবে।

যদিও এই হাদিছ দুইটি সাধারণ ভাবে কথিত হইয়াছে, তথাচ উহার খাস এক প্রকার উদ্দেশ্য হইবে। আমাদের এমাম শাফেয়ি বলিয়াছেন, যে নূতন কার্য্যটি কোরআন হাদিছ এজমা কিম্বা ছাহাবাগণের কার্য্যের খেলাফ হয়, তাহাই গোমরাহি মূলক বেদয়াত, আর যে উত্তম কার্য্য নূতন সৃষ্টি হয় এবং

উপরোক্ত বিষয়গুলির খেলাফ না হয়, উহা প্রশংসনীয় বেদয়াত।'

হজরতের নাম উল্লেখ করা কালে এই উম্মতের আলেম ও এমামগণের নেতা এমাম তকিউদ্দিন ছুবকি কেয়াম করিয়া ছিলেন। তাঁহার জামানার শায়খোল ইছলামগণ এই কার্য্যে অনুসরণ করিয়াছিলেন। ছৈয়দ আহমদ দেহলবি ছিরাতে নাবাবিয়ার ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"এই কেয়াম মোস্তাহছান, কেননা ইহাতে হজরতের তা'জিম করা হয়। এই উম্মতের বহু নেতৃস্থানীয় আলেম এই কেয়াম করিয়াছিলেন।

মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়া হইতে যে ছিরাতে হালাবির নাম লইয়া কেয়াম নাজায়েজ সাব্যস্ত করিতে সাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, উক্ত কেতাব হইতে উহা মোস্তাহাব সাব্যস্ত হইয়া গেল। ১৫। এইরূপ মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব জখিরায় কারামতের ৩/৬৭ পৃষ্ঠায় উহার মোস্তহাব হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

৯। ছাত্রদিগকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দিয়া বেতন লওয়া প্রাচীন আলেমদিগের মতে নাজায়েজ। কিন্তু শেষ জামানার আলেমগণ উহা জায়েজ স্থির করিয়াছেন এবং ইহাই বর্ত্তমান কালের মনোনীত মত। যদি কোন কার্য্যের মতভেদ থাকিলে উহা নাজায়েজ হইয়া যায়, তবে উপরোক্ত মছলার মাওলানা কি ফৎওয়া দিবেন?

হাদিছ লেখা কোরাণ শরিফের তফছির লেখা, ফেকহের মছলা সংক্রান্ত কেতাব লেখা ও তাছাওয়াফ তত্ব লেখা প্রভৃতি নূতন কার্য্য অবশ্য বেদয়াতে হাছানা, কতক প্রাচীন বিদ্বান উপরোক্ত কার্য্যগুলিকে মন্দ বা নাজায়েজ বলিয়াছেন, তাই বলিয়া মাওলানা উক্ত বিষয়গুলি নাজায়েজ বলিয়া প্রকাশ করিবেন কি?

ফাকেহানী মালেকী মৌলুদ কেয়াম এনকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি তাঁহার সমস্ত কথা রদ করিয়াছেন এমাম এবনে হাজার আস্কালানি, আল্লামা আবুশামা, এমাম এবনে জওজি, এমাম জজরি, এমাম তাজদ্দিন, ছুবফি, এবনে হাজার হয়ছমি, মোল্লা আলিকারী, কোস্তোলানী, মাওলানা আবদুল হক দেবলবী, মাওলানা রহমাতুল্লাহ মোহাজেরে মক্কি আল্লামা

হালাবি, এমাম ছাখাবি, এবনে জাজারি, হাফেজ এবনে বছির, আল্লামা এবনে দেহইয়া, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি প্রভৃতি বড় বড় এমাম ও বিদ্বান মৌলুদ ও কেয়াম মোস্তাহাব স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের ফৎওয়ার বিপরীতে ফাকেহানী মালিকির মত কিরূপে গ্রহ্য হইবে?

১০। এদেশের লোক চিরকাল কেয়ামকে মোস্তাহাব ধারণা করিয়া থাকেন, কেহ উহা জরুরি ওয়াজেব বা ফরজ বলিয়া ধারণা করেন না, তবে কোন আলেম মজলিসে কেয়ামের সময় বসিয়া থাকিলে, কি জন্য লোকে তাহার প্রতি এনকার করেন, তাহা মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেবের পীর মোর্শেদ মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব ফয়ছালায় হাফতে মাছায়েলের ৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'কতক লোক কেয়াম ত্যাগকারীদিগের উপর ভৎসনা করিয়া থাকেন, যদিও এইরূপ ভৎসনা করা অন্যায় কেননা কেয়াম শরয়ি ওয়াজেব নহে। তবে ভৎসনা কেন? বরং এই ভৎসনায় হট করার সন্দেহ হয়, হট করাতে মোস্তাহাব কার্য্য ও গোনাহ হয়। কিন্তু প্রত্যেক ভৎসনাতে এইরূপ অনুমান করা জায়েজ নহে যে, ভৎসনাকারী ব্যক্তি উহা জায়েজ ধারণা করিয়া থাকে কেননা ভৎসনা করার অনেকগুলি কারণ হয়, কখন পার্থিব বা দিনীনীতির খেলাফ করার জন্য ভৎসনা করা হয়, তাহার ধারণায় এইরূপ কার্য্য করা কোন মন্দ মতধারী দলের চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছে তিনি এইরূপ কার্য্যে ধারণা করেন যে, এইরূপ কার্যকারী ব্যক্তি উক্ত দলের অন্তর্গত, যথা কোন বোজর্গ কোন মজলিসে উপস্থিত হন এবং সমস্ত লোক তাহার সম্মান হেতু দণ্ডায়মান হইয়া যান কেবল এক ব্যক্তি বসিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে লোকে তাহাকে ভৎসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এজন্য ভৎসনা করেন না যে, সে ব্যক্তি শরিয়তের কোন ওয়াজেব ত্যাগ করিয়াছে, বরং এই জন্য ভৎসনা করিয়া থাকেন যে, সে ব্যক্তি মজলিসের নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

খোৎবাতে চারি খলিফা ও হজরতের দুই চাচার নাম উল্লেখ করা বা ছুলতানের জন্য দোয়া করা বেদয়াতে-হাছানা মোস্তাহাব, দেওবন্দী মাওলানা মৌলবিগণ সর্ব্বদা জোমার খোৎবাতে উক্ত মোস্তাহাব আদায় করিয়া থাকেন, কখনও উহা ত্যাগ করেন না, তাঁহারা ইহা লাজেম করিয়া লইয়াছেন কি না?

মছজিদের মেহরাব বেদয়াতে হাছানা বা মোস্তাহাব, দেওবন্দী আলেমগণের নির্ম্মিৎ বা সমর্থিত প্রত্যেক মসজিদে মেহরাব আছে, ইহাতে তাঁহারা উহা ওয়াজেব লাজেম করিয়া লইয়াছেন কি না? আজানের পরে ছালাম পড়া ৭৮১ বা ৭৯১ হিজরীতে প্রচলিত হইয়াছে, মক্কা মদিনা ও বহু ইছলাম রাজ্যে ইহা বরাবর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে তাঁহারা উহা ওয়াজেব বা ফরজ করিয়া লইয়াছিলেন কি না?

তরিকতের জেকর ও মোরাকাবার যে নিয়ম কানুন তরিকত পন্থী পীরগণ স্থির করিয়াছেন, তৎসমস্ত বেদয়াতে হাছানা, দেওবন্দী দলের নেতা মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেব ও তাঁহার পীর জনাব মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব বা তাঁহার মুরিদগণ উক্ত নিয়ম কানুনের ব্যতিক্রম করেন না। এইরূপ মাওলানা অলিউল্লাহ ছাহেব ও ছৈয়দ আহমদ ছাহেব জেকর ও মোরাকাবার যে নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুরিদগণ উক্ত নিয়ম কানুনের অতিক্রম করেন না, ইহতে তাঁহারা উহা ফরজ ওয়াজেব জানিয়া লইয়া বেদয়াতি হইয়াছেন কি?

কোরআনের তফছিরে, ফেকহের কেতাব ও হাদিছের কেতাব লেখা বেদয়াতে হাছানা, মুছলমানগণ সকল সময় এ কার্য্য করিয়া উহা লাজেম করিয়া লইয়া বেদয়াতি হইবেন কি না?

দেওবন্দী মাদ্রাসায় এইরূপ নেছাব নির্দ্দিষ্ট করা আছে, উহার ব্যতিক্রম করা হয় না, ইহাতে উহা ফরজ বা ওয়াজেব জানা হয় কিনা?

ইছালে ছওয়াব

১১। ঈছালে ছওয়াবের মজলিশ করা মোস্তাহাব, ইহার প্রমাণ কল্য পেশ করা হইয়াছে। ওয়াজের মজলিশে যেরূপ লোকজন ডাকা মোস্তাহাব, এই মজলিশে সেরূপ লোকজন ডাকা মোস্তাহাব। হজরতের জামানায় এলমে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছাত্রদিগকে ডাকা হইত না, আবশ্যক মত লোকে হজরতের নিকট শরিয়তের মছলা জিজ্ঞাসা ক্রুরিত বা হজরত আবশ্যক বোধ করিলে উপস্থিত লোককে শিক্ষা দিতেন। বর্ত্তমানে মাদ্রাসায় যে ছাত্রদিগকে ডাকার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, ইহা বেদয়াতে হাছানা। ইহা জায়েজ হইলে

ওয়াজ, মিলাদ ও ইছালে ছওয়াবের জন্য লোক জনকে ডাকা জায়েজ হইবে। এই বাহাছ সভায় লোকজনকে ডাকার প্রস্তাব দেওবন্দী মাওলানা কল্য নিজেই করিয়াছেন, ইহা বেদয়াত বা নাজায়েজ হইবে কি না?

আমাদের ফুরফুরার পীর ছাহেব ঈছালে ছওয়াবের যে মজলিশ করিয়া থাকেন, তিনি উহাতে কাহারও নিকট কিছু চাহিয়াছিলেন না, অবশ্য মুরিদ ভক্তেরা স্বেচ্ছামত কিছু দিতে চাহিলে, দিয়া যান, ইহাকে তোহফা বলা হয়, ইহা গ্রহণ করা ছুন্নত। এইরূপ সিরাজগঞ্জের চর ছোনগাছার মৌলবি বাহাউদ্দিন ছাহেব যে ঈছালে ছওয়াবের মজলিশ করেন, তাহাতে তিনিও কাহারও নিকট কিছু চাহিয়ালেন না। আর এই দেহবন্দী মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব নিজে বৎসরে বৎসরে আঞ্জমনে তজকির' নামক যে মজলিশ করেন, উহাতে তিনি লোকের নিকট চাঁদা চাহিয়ালেন কি না, তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন।

১২। আর সুদের টাকা ও এতিমের টাকা উক্ত ঈছালে ছওয়াবে ব্যায় করা যে নাজায়েজ, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু ইহা ঈছালে ছওয়াবে বলিয়া খাস নহে। আঞ্জমনে তজকির বা ওয়াজের মজলিশ হউক, বা মাদ্রাসার চাঁদা হউক, ইহাতেও ঐরূপ টাকা দেওয়া নাজায়েজ। এমন কি যদি পীর, মোর্শেদ মুরিদের বাটিতে যান, আর মুরিদ উক্ত প্রকার টাকা তাঁহাকে নজর দেয়, তাহাও নাজায়েজ হইয়া যাইবে।

এক্ষেত্রে ঈছালে ছওয়াবে হউক, ওয়াজের মজলিশে হউক বা মাদ্রাসার বাবদে হউক, জানিয়া শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া টাকা লওয়া উচিত।

আঞ্জমনে তজকিরে ওয়াজ নছিহত হয়,আর ইছালে ছওয়াবের মজলিসে ওয়াজ নছিহত হয় প্রথমোক্ত মজলিশে সমাগতদিগকে কিছু খাওয়ান হয়, ঈছালে ছওয়াবের মজলিশে তাহাই করা হয়, তবে উভয় মজলিশের প্রভেদ কি হইল? অবশ্য ঈছালে ছওয়াবের মজলিশে দরিদ্র মহৎ সকল প্রকার লোক উপস্থিত হইয়া থাকেন, দরিদ্রদিগকে যাহা কিছু খাওয়ান হয় অলি পয়গম্বর বা মৃত মোর্শেদগণের রুহে ছওয়াব পৌছাইবার নিয়তে খাওয়াইবে। আর মহৎ লোকদিগকে যাহা কিছু খাওয়ান হয়, জেয়াফতের নিয়তে খাওয়াইবে।

আল্লামা আবদুল গণি নাবেলছি 'হদিকায় নাদিয়া কেতাবে লিখিয়াছেন—'যদি কেহ অর্থশালী লোকদিগকে ছদকা দেয়, তবে উহা তোহফা হইয়া যাইবে।'

ইহাতে বুঝা যায়, অর্থশালী লোকদিগকে ছওয়াব রেছানির খাদ্য খাওয়াইলে উহা জিয়াফত হইয়া যাইবে।

মেশকাত, ১৬৯ পৃষ্ঠা—

عن سعد بن عباده قل يارسول الله ان ام سعد ماتت فاى

الصدقة افضل قال فحفر بئرا وقال هذا لام سعد ☆

'হজরত ছা'দ বেনে ওবায়দা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে তিনি বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় ছা'দের মাতা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে কোন ছদকা উৎকৃষ্ট? (তদুত্তরে) হজরত বলিলেন, পানি। তখন (হজরত ছা'দ একটি কুণ্ডা খনন করিয়া বলিলেন, ইহা ছা'দের মাতার জন্য ছদকা)।

এই কুণ্ডার পানি অর্থশালী ছাহাবাগণ পান করিতেন।

১২। কল্য প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হজরত (ছাঃ) প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে ওহোদের শহিদগণের গোর জিয়ারত করিতে যাইতেন।

মেশকাতের ১৫৪ পৃষ্ঠায় আছে—

من زار قبر ابويه او احدهما فى كل جمعة غفر له وكتب

برا رواه البيهقى ☆

'যে ব্যক্তি প্রত্যেক জোমার দিবসে নিজের পিতা মাতার বা একজনার কবর জিয়ারত করে, তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি নেককার বলিয়া লেখা যাইবে। এই হাদিছটি বয়হকি রেওয়াএত করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদিছদ্বয়ে প্রমাণিত হইল যে, বৎসরে বৎসরে বা প্রত্যেক জোমায় কবর জিয়ারত করিতে যাওয়া জায়েজ আছে। তাহা হইলে বৎসরে বৎসরে ইছালে ছওয়াব করা কেন জায়েজ হইবে না?

মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে যে সমস্ত মত প্রকাশ

করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বেদয়াতে হাছানা, তাঁহারা নিজেদের আবিষ্কৃত মতের উপর চিরজীবন স্থির প্রতিজ্ঞা থাকিয়া হাদিছ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা বেদয়াতে হাছানাকে ওয়াজেব কিম্বা ফরজ করিয়া লইয়াছেন কিনা?

এই দেহবন্দী মাওলানাগণ মাদ্রাসার চাকুরী করিয়া থাকেন, মাদ্রাসায় পাঠ করাইবার 'জন্য ১০ টা হইতে ২ টা পর্য্যন্ত সময় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, কোন মোদার্রেছ এই সময়ের ব্যতিক্রম করিলে তাঁহার বেতন কর্ত্তন করা হয়, আর কোন ছাত্র এই সময়ের ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে জরিমানা করা হয়। এই সূত্রে তাহারা এই মোবাহ কার্য্যটি লাজেম করিয়া লইয়া বেদয়াতি হইলেন কিনা?

১৬। মাওলানা বলিয়াছেন যে, হাচ্ছান বেনে ছাবেত একা শ্লোক পড়িতে পড়িতে কেয়াম করিয়াছিলেন, সভার সকলেই কেয়াম করে নাই, ইহার উত্তর এই যে, হজরতের সুখ্যাতি সূচক শ্লোক সকলেই পাঠ করিলে, সকলের কেয়াম করা মোস্তাহাব হইবে। দ্বিতীয় কোন মহামান্য লোক কেয়াম করিলে, তাঁহার সম্মান হেতু সকলকে দাঁড়ান মোস্তাহাব, আর কেয়ামের মজলিশে মান্যমান ব্যক্তি এইরূপ করিয়া থাকেন, কাজেই তাহার সম্মান হেতু দাঁড়ান হইয়া থাকে।

১৭। মাওলানা বলিয়াছেন যে, ছেজদার পরে দাঁড়ান সম্ভব, বসিয়া যাওয়াও সম্ভব কাজেই কেয়াম কিরূপে সাব্যস্ত হইবে?

ইহার উত্তর এই যে, তেলাওয়াতের ছেজদার পরে দাঁড়ান মোস্তাহাব ইহার উপর কেয়াছ করিয়া শোকরিয়া ছেজদার পরে দাঁড়ান মোস্তাহাব হইবে, কাজেই কেয়াম করা মোস্তাহাব প্রমাণ হইয়া গেল।

১৮। মাওলানা বলিয়াছেন, ওজুর অবশিষ্ট বা জমজমের পানি দাঁড়াইয়া পান করাতে মিলাদের কেয়াম কিরূপে সাব্যস্ত হইবে।

ইহার উত্তর এই যে, তিনি এস্থলে আমার বক্তৃতার দিকে লক্ষ্য করেন নাই বলিয়া এইরূপ কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, আমি বলিয়াছিলাম যে, জমজমের পানি তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া পান করাতে উহার প্রত্যেক স্থলে হাজের নাজের জানা আবশ্যক হয় না। এক্ষেত্রে হজরতের পয়দা এশের বর্ণনা

কালে তা'জিমের জন্য দাঁড়াইলে, তাঁহাকে হাজের নাজের জানা আবশ্যক হইবে কেন?

১৯। মাওলানা বলিয়াছেন, মেহমানের খাওয়ান দ্বারা ইছালে ছওয়াবের খানার প্রমাণ হইবে কিরূপে?

ইহার উত্তর এই যে, ইছালে ছওয়াবে যাহারা উপস্থিত হন, তাহারা মেহমান, কাজেই তাহাদের খাওয়ান মেহমানের খাওয়ান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২০। মাওলানা বলিয়াছেন, মোজতাহেদগণের কথা ব্যতীত অন্য আলেমগণের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

ইহার উত্তর এই যে, ফকিহগণের কয়েক তবকা আছে, আমরা তাঁহাদের মধ্যে মোরাজ্জেহিন দলের মত— গ্রহণ করিতে বাধ্য।

দোর্রোল-মোখতারে আছে—

واما نحن فعلينا اتباع مار صححوه وما صححوه

كما افتوا فى حيوتهم ☆

'আমরা উক্ত বিদ্বানগণের মত মান্য করিতে বাধ্য— যাহারা উক্ত মত প্রবল প্রমাণ করিয়াছেন এবং ছহিহ সাব্যস্ত করিয়াছেন, যেরূপ তাঁহারা তাঁহাদের জীবণে ফৎওয়া দিয়াছিলেন।

মাওলানা সহস্রাধিক স্থলে এইরূপ আলেমগণের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—তিনি যে মাওলানা আবদুল হাই ও ছিরাতে হালাবির প্রণেতার মত উল্লেখ করিয়া কেয়ামকে বেদয়াত সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহারা কি মোজতাহেদ ছিলেন?

তৃতীয়—পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এমাম মোজতাহেদগণের একদল উহা মোস্তাহাব বলিয়াছেন, এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে মাওলানা লাক্ষ্ণৌবির কথা গ্রাহ্য হইবে কেন? মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব এতটুকু বলিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ মুছা ছাহেবের রায়

তারিখে এবনে খালখানে আছে যে, বাদশাত আরবল একজন পরহেজগার লোক ছিলেন প্রথমেই তিনিই মিলাদ শরিফের প্রচলন করেন। আল্লামা ফাকেহানি ব্যতীত সমস্ত বড় বড় আলেম ও এমাম উহা জায়েজ বলিয়াছেন। এমাম এবনে হাজার আস্কালানি হাফেজে হাদিছ ছিলেন, তিনি বোখারি শরিফের বৃহৎ শরাহ (টিকা) লিখিয়াছেন, তাঁহার পরে তাঁহার তুল্য এত বড় আলেম কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, তিনি একটি হাদিছ হইতে এই মিলাদের জায়েজ হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। এইরূপ এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি অন্য একটি হাদিছ হইতে এই মিলাদ জায়েজ হওয়ার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মিলাদে বরজাঞ্জি এখানা আরবি মিলাদ শরিফের কেতাব, ইহাতে ছহিহ ছহিহ রেওয়াএত লিখিত আছে। এইরূপ হজরতের মিলাদ ও জীবনীর ছহিহ ছহিহ ঘটনা আরবি মাওয়াহেবোললাদোন্নি ও ফার্সি মাদারেজন্নবুয়াত ইত্যাদি কেতাবে আছে। তাওয়ারিখে হাবিবে এলাহ একখানি উর্দ্দু কেতাব, ইহা একজন বড় আলেমের লিখিত, ইহাতে হজরতের জীবনী লিখিত আছে ইহাতে কোন জাল কথা নেই।

যদি জালও মওজু রেওয়াএত থাকার জন্য মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবের মিলাদ পড়ার আপত্তি থাকে, তবে আমি বলি মৌলুদের বরজঞ্জি তারিখে হাবিবে এলাহ দ্বারা মিলাদ পাঠে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। যদি কোন ভাল কার্য্যে কোন দোষ প্রবেশ করে, তবে দোষটি দূর করিয়া আসল কার্য্যটি বজায় রাখা উচিত। যদি জানাজা ও দফন উপলক্ষে স্ত্রীলোকের উচ্চ শব্দে রোদন ক্রন্দন করে, তবে এই রোদন ক্রন্দন করা নিষেধ করিতে হইবে, এস্থলে রোদন ক্রন্দন করার জন্য জানাজা ও দফন ত্যাগ করা কি উচিত হইবে?

মোরগের মধ্যে কয়েকটি হারাম বস্তু আছে, মোরগের সেই হারাম জিনিসগুলি বাদ দিয়া উহা ভক্ষণ করিতে হইবে কিম্বা উহাতে হারাম বস্তু আছে বলিয়া মোরগ খাওয়া ত্যাগ করিতে হইবে?

কোন ব্যক্তির একটি পুত্র আছে, সে ব্যভিচার করে, এক্ষেত্রে কি উক্ত পুত্রের লিঙ্গ কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে না তাহাকে ব্যভিচার করা হইতে নিষেধ করিতে হইবে?

আঙ্গুরের রসে মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে এক্ষেত্রে আঙ্গুরের বৃক্ষ রোপন করিতে নিষেধ করিতে হইবে, কিম্বা আঙ্গুর হইতে মদ প্রস্তুত করা নিষেধ করিতে হইবে।

মূল কথা, বর্ত্তমান জামানায় জামায়াত, নামাজ, দ্বীনি এলম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে, এক্ষেত্রে কি আসল কার্য্যগুলি ত্যাগ করিতে হইবে কিম্বা দোষগুলি ত্যাগ করিতে হইবে?

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন—

من رآنى فقد رأى الحق☆

'যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে, সত্যই সে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে।'

বড় বড় আউলিয়া মিলাদ উপলক্ষে হজরতের রুহানির ছুরত দেখিয়া কেয়াম করিয়াছিলেন। মিজানে শা'রাণি ও তাবাকাতে শা'রাণিতে লিখিত আছে, পীর হজরত শাহ শাজেলি রহমাতুল্লাহ আলায়হে প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যদি আমরা এক নিমিষ হজরত মাহবুবে খোদা (ছাঃ) এর রুহানির ছুরাত দেখিতে না পাই, তবে আমরা নিজদিগকে ঈমানদার বলিয়া ধারণা করিতে পারি না।

আজকাল আলেমেরা কেবল এলম শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেল ছাফ করার জন্য কোন চেষ্টা করেন না, কাজেই তাঁহারা এই সমস্ত বিষয় কিরূপে অবগত হইবেন!

কেয়াম যে মোস্তাহাছান, ইহাতে সন্দেহ নাই,বরং মাওলানা রহমাতুল্লাহ মোহাজেরে মক্কি ছাহেব বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান খ্রীষ্টান জগত যেরূপ হজরতের অযথা দুর্ণাম রটাইয়া মুসলমানদিগের অন্তরে তাঁহার অভক্তি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে তাহার বিষময় ফল ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে সুতরাং মুসলমানদিগের ভক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করার জন্য উক্ত হজরতের পয়দাএশের অবস্থা বর্ণনা কালে তা'জিমের জন্য কেয়াম করা ওয়াজেব হইবে।

যদি মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব এই সম্বন্ধীয় কেতাবখানি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি বলি, এই তফছির একলিলে উক্ত মাওলানা রহমাতুল্লাহ ছাহেবের সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা দেখিতে পারেন।

বেলাএত্তের বড় পাদরি হিন্দুস্থানে এই মাওলানার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি তল্পি তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

এই পাদরি এখান হইতে কনষ্টানটিনোপলে উপস্থিত হইয়া বাহাছ ঘোষণা করেন, যখন তথাকার কোন আলেম তাঁহার সহিত উপস্থিত হইয়া বাহাছ করিতে সাহসী না হইলেন, তখন সুলতান চারিদিকে এই সংবাদ প্রচার করিয়া দেন, সেই সময় উক্ত মাওলানা রহমাতুল্লাহ ছাহেব বাহাছের জন্য কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হয়, তাঁহার নাম শুনিয়া পাদরি ছাহেব চম্পট দেয়।

এই মাওলানা ছাহেব উক্ত কেয়াম ওয়াজেব বলিয়াছিলেন। মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব মগরেবের পূর্ব্বে কেয়াম জায়েজ বলিয়াছেন আর মগরেবের পরে উহা বাতীল বলিলেন, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, কোন কেয়াম তিনি বাতীল বলিতে চাহেন?

যদি কোন লোক আগমন করিলে, তাহার সম্মানের জন্য কেয়াম করা বাতীল বলিয়া থাকেন, তবে আমি বলি যে, স্বয়ং হজরত নবি (ছাঃ) হজরত ফাতেমা (রাঃ) এর আগমনে কেয়াম করিয়াছিলেন, ইহা ছহিহ হাদিছে আছে।

আর শিক্ষক ও বোজর্গ ব্যক্তির সম্মানের জন্য দাড়ান যে জায়েজ ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর যদি তিনি হজরতের পয়দাএশের বর্ণনা উপলক্ষে কেয়াম করা বাতীল বলিয়া থাকেন, তবে আমি বলি, যে সময় উক্ত মাওলানা দেওবন্দ পড়িয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন, তাহার পরে কোন সময় তিনি আমার বাটীতে গিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে কেয়ামের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে তিনি বলেন, আমি কেয়ামের একটি দলিল পাইয়াছি। উহা এই ছহিহ হাদিছ—

(হজরত আএশা (রাঃ) এর পাকির আয়ত নাজেল হইলে হজরত নবি (ছাঃ) উক্ত আয়ত সহ হজরত সিদ্দিক আকবরের বাটীতে উপস্থিত হন,

সেই সময় ইনি নিজ কন্যা আএশাকে বলিয়াছিলেন 'তুমি দাঁড়াইয়া যাও এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মস্তক চুম্বন কর।' ইহাতেই মিলাদের কেয়াম সাব্যস্ত হয়।

যখন মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব উক্ত হাদিছ দ্বারা কেয়াম সপ্রমাণ করিলেন, তখন হজরত হাচ্ছানের হাদিছ দ্বারা কেন কেয়াম সাব্যস্ত হইবে না?

ইছালে ছওয়াব

মৌলবী বাহাউদ্দিন ছাহেব ঈছালে ছওয়াবের মজলিশ করা আরম্ভ করিলে, এই মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবের ভাই উহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছেন কিন্তু তখন এই মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব মৌলবি বাহাউদ্দিন ছাহেবের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এখন কি জন্য তিনি উহার খেলাফ করিতেছেন?

অবশ্য ঈছালে ছওয়াবের নিয়ম শেষ জামানায় প্রকাশ হইলেও উহা বেদয়াতে হাছানা হইবে।

উচ্চ শব্দে দরুদ পাঠ

যদি মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব জলিজেকর ও জহরিয়া কেরাত জায়েজ রাখেন, তবে আওয়াজের সহিত দরুদ পাঠ কেন জায়েজ হইবে না?

রাগ রাগিনীসহ কোরাণ পাঠ, গজল পাঠ নাজায়েজ ও দরুদ পাঠ নাজায়েজ, আর রাগিণী না হইলে, সমস্ত জায়েজ। এতিমের অর্থ দ্বারা মাদ্রাসার সাহায্য জায়েজ নহে কোন পীর মোর্শেদকে উহা দেওয়া জায়েজ নহে, উহা ঈছালে ছওয়াবের সহিত খাস নহে।

গ্রামে জোমা'

এই মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব নিজেই কয়েকটি গ্রামে জোমা' কায়েম করিয়াছিলেন, এখন উহা নাজায়েজ বলেন কেন? আমি সভার সমস্ত লোককে বলিতেছি যে, আপনারা জোমা ও আখেরে জোহর উভয় নামাজ পড়িবেন, তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল। মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেবের জয় ধ্বনি বিঘোষিত হইল এবং মাওলানা আবদুর রহমান সদলবলে পরাজয়ের কলঙ্ক লইয়া সভা ত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত